ইসরায়েলের কারাগারে থেকে উপন্যাস লিখে পুরস্কৃত ফিলিস্তিনি

সারে-জমিন

'ইন্ডিয়া' জোটের বড় গদ্দার অধীর: মমতা

রূপসী বাংলা

ইসরায়েলকে 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র' বলা হচ্ছে না কেন

সম্পাদকীয়

দারিদ্র্য ছাপিয়ে তাক লাগানো সাফল্য সুদীপার

সাধারণ

ইরফানের প্রশ্ন, পান্ডিয়া কীভাবে ভারতের বিশ্বকাপ দলে?

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৩ মে, ২০২৪
২০ বৈশাখ ১৪৩১
২৩ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 119 ■ Daily APONZONE ■ 3 May 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

মাধ্যমিকে প্রথম কুড়িতে আল আমীন মিশনের চোদ্দ পড়ুয়া

এম মেহেদী সানি ● খলতপুর আপনজন: আদর্শ ছাত্রছাত্রী গড়ার কারিগর এম নুরুল ইসলামের নিরলস প্রচেষ্টায় আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত আল আমীন মিশন রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে । এবছরও তার ব্যতিক্রম হল না, মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে জয়জয়কার রাজ্যের শীর্ষ এই সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল আমীন মিশনের । এই প্রতিষ্ঠানে আবাসিক ভাবে পড়াশোনা করে এবছর প্রথম কুড়িতে চোদ্দ জন পড়ুয়া স্থান পেয়েছে । উল্লেখ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রথম দশ জনের যে মেধা তালিকা প্রকাশ করেছে তার মধ্যে নবম স্থান অধিকারী অমিনূর ইসলাম বর্তমানে আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায় একাদশ শ্রেণীতে পাঠারত। অন্যদিকে ২০২৪ সালের মাধ্যমিকের ফলাফল অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে মোট মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৯০% নম্বর পেয়েছে ১% পরীক্ষার্থী। পাশাপাশি আল-আমীন মিশনের ৩৭ টি শাখার মোট ১৯৪৯ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৯০% নম্বর পেয়েছে ২১.৯০% পরীক্ষার্থী। মাধ্যমিকে সাফল্যর খতিয়ান তুলে ধরতে গিয়ে আল-আমীন মিশনের সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম 'আপনজন'কে বলেন, আমীন মিশনে পড়াশোনা করে এবছর প্রথম কুড়িতে ১৪ জন পড়ুয়া স্থান পেয়েছে । আল আমীন মিশনের বালক-বালিকা মিলিয়ে রাজ্যের মোট ৩৭টি ক্যাম্পাস থেকে মোট ১৯৪৯ জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে ৯৫ শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে ৫২ জন, ৯০ শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে ৪২৭ জন, যা শতাংশের অনুপাতে গতবারের তুলনায় বেশ কিছুটা ভালো। ৮০ শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে ১২৮৬ জন, ৭০ শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে ১৭১২ জন । নুরুল ইসলাম আরও বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মেধাবী ও গরিব ছাত্রছাত্রী । মূলত সেই সব মেধাবীদের একসূত্রে বেঁধে বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ায় ব্রত আল-আমীন মিশন । সেই লক্ষ্যকে সফল করে তুলেছে মাধ্যমিকের কৃতীরা । তবে, ছাত্রছাত্রীদের একনিষ্ঠ পড়াশুনাও কৃতিত্বের ভাগিদার বলে তিনি জানান । তাদের উচ্চশিক্ষায় সবসময় আল-আমীন মিশন পাশে থাকবে বলে তিনি অঙ্গীকার করেন। প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মূলত গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের এক মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করার যে প্রয়াস আল আমীন মিশন চালিয়ে আসছে নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে, তার সাফল্য ঈর্ষা করার মতো ।

আল আমীন মিশনের কৃতী ছাত্রদের সঙ্গে এম নুরুল ইসলাম

আল আমীন মিশনের কৃতী ছাত্রীদের সঙ্গে এম নুরুল ইসলাম

আল-আমীন মিশন থেকে মাধ্যমিকে প্রথম স্থান পেয়েছে বেলপুকুর শাখার ছাত্র মালদার কৃষক পরিবারের সন্তান শেখ শাকিল আহমেদ, তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮০। রাজ্যের নিরিখে ১৪ তম স্থানে রয়েছে সে, তার বিষয়ভিত্তিক নম্বর (বাংলা-৯৫, ইংরেজি- ৯০, গণিত-৯৯, ভৌত বিজ্ঞান-১০০, জীবন বিজ্ঞান- ৯৯. ইতিহাস ৯৭, ভূগোল - ১০০) । মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে হাওড়া থেকে মারিয়া গোরি, তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৯, রাজ্যের নিরিখে ১৫ তম স্থানে রয়েছে সে। মারিয়ার বিষয়ভিত্তিক নম্বর (বাংলা-৯৮, ইংরেজি- ৯১, গণিত-৯৫, ভৌত বিজ্ঞান-৯৮, জীবন বিজ্ঞান- ১০০. ইতিহাস ৯৮, ভূগোল - ৯৯) । ৬৭৯ নম্বর পেয়ে আল-আমীনের নিরিখে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে আরো তিনজন, তাঁরা হলেন মালদা থেকে সুমাইয়া সুলতানা, উত্তর ২৪ পরগনা থাকে রুপম ইসলাম, হাওড়া থেকে আলিফ মীর। সমগ্র রাজ্যের নিরিখে প্রথম কুড়িতে আল-আমীনের ১৪ জন পড়ুয়ার মধ্যে অন্যান্যরা হলেন সুরাইয়া খাতুন, রেহান আনসারী, সওকাত জাহিদ, সামিম সরকার, শেখ মোঃ রামিজ, তৌফিক ওমর, শেখ মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ আসিফ, জেনিফার রোজা। এই সাফল্যে খুশি আল আমীন কর্তৃপক্ষ। এই সাফল্যের জন্য আল-আমিন মিশন কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছে কৃতীরা।

মাধ্যমিকে প্রথম চন্দ্রচূড়, মেধা তালিকায় স্থান পেল তিন মুসলিমও

চন্দ্রচূড়, প্রথম

সাম্যপ্রিয়, দ্বিতীয়

তপজ্যোতি, চতুর্থ

শাহাবুদ্দিন, ষষ্ঠ

আসিফ, সপ্তম

আমিনুল, নবম

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হল মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৪-এর ফল। সাংবাদিক বৈঠক করে মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। মেধা তালিকায় প্রথম দশে স্থান পেয়েছে মোট ৫৭ জন। ৬৯৩ নম্বর রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে কোচবিহারের রামভোলা হাইস্কুলের চন্দ্রচূড় সেন। দ্বিতীয় পুরুলিয়া জেলা স্কুলের সাম্যপ্রিয়। তৃতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে ৩ জন পরীক্ষার্থী। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট হাইস্কুলের উদয়ন প্রসাদ, বীরভূম থেকে নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের পুষ্পিতা বাঁশুরি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের নৈঋতরঞ্জন পালের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১। চতুর্থ স্থানে জায়গা করে নিয়েছে তপজ্যোতি মণ্ডল।
পঞ্চম স্থানে অর্ঘ্যদীপ বসাক, পারুলডাঙা নসরতপুর হাইস্কুল, পূর্ব বর্ধমান। এই ৫৭ জনের মেধা তলিকায় তিনজন মুসলিম ছাত্র স্থান করে নিয়েছে। ৬৮৮ পেয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে মালদহের মোজামপুর হাজি শেখ শুভানি বিশ্বাস হাইস্কুলের ছাত্র মহম্মদ শাহাবুদ্দিন আলি।
৬৮৭ পেয়ে সপ্তম স্থানে কোচবিহারের আসিফ কামাল। সে মাথাভাঙা হাইস্কুলের পড়ুয়া। ৬৮৫ নম্বর পেয়ে নবম স্থানে রয়েছে মালদহের মোজামপুর এইচএসএসবি হাইস্কুলের আমিনুল ইসলাম। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২ ফেব্রুয়ারি। ওই মাসেরই ১২ তারিখ পরীক্ষা শেষ হয়। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৩৬ জন। এবছর মাধ্যমিকে পাস করেছে ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫২ জন। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার ৮৬.৩১%। গত বছরের তুলনায় এবছর পাশের হার বেড়েছে। মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় এবার রয়েছে ৫৭জন।

মামূন ন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রীর একাদশ স্থান

জেনিফা (৬৮৩)

নাজরিন (৬৭৫)

মাহিবুর (৬৭৫)

মোস্তাক (৬৭৫)

আপনজন ডেস্ক: এবারের মাধ্যমিকেও অসাধারণ সাফল্য পেল মামূন ন্যাশনাল স্কুল। প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমাদ মোর্তজা (রহ.) সাহেবর তাঁর হাত ধরেই যে সাফল্য এই বিদ্যালয় দেখিয়ে এসেছে, সেই ধারাবাহিকতা এবারও বজায় রাখল। রাজ্যে মোট ৯ লক্ষ ২৩ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে একাদশ স্থান দখল করেছে এই স্কুলের ছাত্রী জেনিফা শবনম। সে পেয়েছে ৬৮৩ (৯৭.৬%, রাজ্যে স্থান ১১তম)। পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসীর বড়মুড়ে গ্রামে এই কৃতি ছাত্রীর বাড়ি। রাজ্যে প্রথম কুড়িজন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে এই স্কুলের আরও যে তিনজন স্থান করে নিয়েছে, তারা হল- মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুরের মাহিবুর রহমান (৬৭৫), বীরভূম দুবরাজপুরের নাজরিন সুলতানা (৬৭৫), এবং মুর্শিদাবাদ নওদা থানার মুস্তাক আহমেদ মন্ডল(৬৭৪)।
সামগ্রিকভাবে মামূন ন্যাশনাল স্কুলের ফলাফল অত্যন্ত চমকপ্রদ। বিদ্যালয়ের মোট পরীক্ষার্থী ৮৭ জন। তার মধ্যে ৯০% বা তার বেশি নাম্বার পেয়েছে ৪১ জন, ৬০০-র বেশি বা প্রায় ৮৬ শতাংশ নাম্বার পেয়েছে ৬৩ জন এবং স্টার মার্কস ৭৫% বা তার বেশি মার্কস পেয়েছে ৮৩ জন। সমস্ত ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। কৃতি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান মোস্তাক হোসেন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, এই পরীক্ষা তাদের জীবনের প্রথম সিঁড়ি। তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতে হবে। শুধু মার্কস দিয়ে নয়, মানবিকতা দিয়ে তাদেরকে এবং সংখ্যালঘু সমাজকে সামগ্রিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নিরন্তন যে প্রচেষ্টা তা অব্যাহত রাখতে হবে। এ দায়িত্ব শিক্ষক ও স্কুল পরিচালকবৃন্দের। জি.ডি. স্টাডি সার্কল প্রায় ৫০টি আবাসিক স্কুলের তত্ত্বাবধান করেন। জনাব মোস্তাক হোসেন সাহেব শিক্ষা প্রসারে প্রচুর অর্থ অকাতরে দান করে আসছেন। আর এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছে জি.ডি. মনিটরিং কমিটি। যার প্রধান হলেন মাননীয় সেখ নুরুল হক সাহেব। তিনি এই সাফল্যে বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আরও এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। বিদ্যালয়ের সম্পাদক কাজী মুহাম্মদ ইয়াসীন বলেন, "আমি ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যে খুবই আপ্লুত। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ধরনের সাফল্য আমাদেরকে উদ্বেলিত করে। বিদ্যালয়ের সেই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ"।এছাড়াও তিনি বিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ-এর সকলের সাহায্য ও সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন।

Al-Ameen Mission

আল-আমীন মিশন

স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

Al-Ameen Mission 38 Years in service to the society

একাদশ (বিজ্ঞান ও কলা) শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি: ২০২৪-২৫

বিভিন্ন শাখায় অল্প কিছু সংখ্যক আসনের জন্য ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হবে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে

বিভাগ	ছাত্র/ছাত্রী	যোগ্যতম মান	প্রবেশিকা পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ	নির্বাচন পদ্ধতি	স্থান
বিজ্ঞান	ছাত্র	৯০% ও তদূর্ধ্ব	৪ মে শনিবার দুপুর ১২ টা	মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও প্রবেশিকা পরীক্ষাসহ অভিভাবক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে	খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ৭৪৭৯০২০০৪৩
		৮৫% ও তদূর্ধ্ব	৯ মে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা		
	ছাত্রী	৮৫% ও তদূর্ধ্ব	৫ মে রবিবার দুপুর ১২ টা		
কলা	ছাত্র ও ছাত্রী	৫০% ও তদূর্ধ্ব	৭ মে মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা	সরাসরি অভিভাবক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে	বেলপুকুর, সিহল দক্ষিণ দিনাজপুর ৮৩৭৩০৫৮৬৭৩
			১১ মে শনিবার দুপুর ১২ টা		খলতপুর, হাওড়া ৭৪৭৯০২০০৪৩

মাধ্যমিকে এবারও জয়জয়কার

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১২৫০	৩২১	৮৯৬	১১৩৭
ছাত্রী	৬৯৯	১০৬	৩৯০	৫৭৫
সর্বমোট	১৯৪৯	৪২৭	১২৮৬	১৭১২

দুঃস্থ ও নিম্নবিত্ত	৫১১ জন (২৬%)
নিম্ন-মধ্যবিত্ত	৭৫৯ জন (৩৯%)
মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত	৬৭৯ জন (৩৫%)

100% – 90% (AA) Outstanding 427
89% – 80% (A+) Excellent 859
79% – 60% (A) Very Good 606

যোগাযোগ
রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৫৯/৬৬
সিটি অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩,
সেন্ট্রাল অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬, ৭৪৭৯০ ২০০৭৯

14th
৬৮০ (৯৭.১%) সেখ সাকিল আহমেদ

15th
৬৭৯ (৯৭%) সুমাইয়া সুলতানা

15th
৬৭৯ (৯৭%) রুপম ইসলাম

15th
৬৭৯ (৯৭%) মারিয়া গোরী

15th
৬৭৯ (৯৭%) আলিফ মীর

16th
৬৭৮ (৯৬.৯%) সুরাইয়া খাতুন

17th
৬৭৭ (৯৬.৭%) সৌকত জাহিদ

17th
৬৭৭ (৯৬.৭%) সানিম সরকার

17th
৬৭৭ (৯৬.৭%) রেহান আনসারি

18th
৬৭৬ (৯৬.৬%) সেখ মহম্মদ রামিজ

20th
৬৭৪ (৯৬.৩%) তৌফিক ওমর

20th
৬৭৪ (৯৬.৩%) সেখ মিজানুর রহমান

20th
৬৭৪ (৯৬.৩%) মহম্মদ আসিফ

20th
৬৭৪ (৯৬.৩%) জেনিফার রোজা

৬৭২ (৯৬%) জোহাদুর রহমান

৬৭২ (৯৬%) আলমগীর আজাদ

প্রথম নজর

আগুনে পুড়ে ছাই বাড়ি, গোয়াল ঘর

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার ভোর রাতে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুই দিনমজুরের শোয়ার ঘর ও গোয়াল। প্রথম অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলসীহাটা নয়াটোলা গ্রামে।আগুনে পুড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মদন ঘোষের দুটি গোয়াল।মোশা তাড়ানোর ধূপ থেকে এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত মদন।তুলসীহাটা থেকে একটি দমকল ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।অপরদিকে এদিন ভোরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর গ্রামের বাসিন্দা পঞ্চানন্দ মন্ডলের দুটি শোয়ার ঘর।আগুন কিভাবে তার বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল তা কিছুই বলতে পারছে না পঞ্চানন্দ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন ভোরে পঞ্চানন্দের শোয়ার ঘর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।পরিবারের লোকেদের চিৎকার চেঁচামেচিতে প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। ফোন করা হয় তুলসীহাটা দমকল অফিসে।দমকলের একটি ইঞ্জিন আসার আগেই বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র, খাদ্যশস্য,টাকা ও নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

শ্রমিক দিবস পালন শ্রমিক সংগঠনের

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: মে দিবসে বিজেপি এবং তৃণমূলকে হটানোর ডাক দিয়ে অঙ্গীকার করল বামেদের শ্রমিক সংগঠন। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রমিক সংগঠনের লোহাপুর এরিয়া কমিটি। বামেদের শ্রমিক সংগঠনের নলহাটি দু'নম্বর ব্লক আহবায়ক আব্দুস সালাম বক্তব্য রাখেন শ্রমিক দিবস নিয়ে। এদিন নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে লোহাপুর বাজারে পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন নলহাটি ২ নম্বর ব্লক আহবায়ক আব্দুস সালাম, শ্রমিক সংগঠনের বীরভূম জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য রুপলাল বাউরি সহ বামেদের স্থানীয় নেতা কর্মীরা। শ্রমিক নেতা আব্দুস সালাম বলেন, শ্রমিকরা সেদিন আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। আজও সেটা এদেশে প্রাসঙ্গিক।

বাইক মিছিল

আপনজন: কুঠিরামপুর অঞ্চলে বাইক মিছিল করে প্রচারে ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী রেয়াত হোসেন সরকার। ছবি: সারিউল ইসলাম

জলসত্র

আপনজন: বৃহস্পতিবার মঙ্গলকোটের নতুনহাটের হসপিটাল মোড়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার উদ্যোগে প্রচন্ড গরমে শরবত বিতরণ অনুষ্ঠিত হলো।

তৃণমূল, বাম-কংগ্রেস, বিজেপিকে একই সুরে বিঁধলেন নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী হাবিব সেখের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করতে এসেন ভাঙ্গরের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।এদিনের সভা থেকে নাম করে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীকে বিভিন্ন ভাষায় আক্রমন করেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি কে রাজ্য নিয়ে এসেছেন তিনি খাল কেটে কুমির এনেছেন রাজ্য।মুর্শিদাবাদ জেলাকে এখন পরিযায়ী শ্রমিকের জেলায় পরিণতি করে দিয়েছে বিজেপি,তৃণমূল সরকার।বিজেপি ও তৃণমূল ধর্মের রাজনীতি করছেন।তিনি আরো বলেন মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা ভাঙ্গন নিয়ে আক্রমণ করেন বিজেপি ও তৃণমূলকে । বিধায়ক বলেন, রাজ্যে আইএসএফ ক্ষমতায় আসলে রাজ্যর সব মদের দোকান তুলে দেওয়া হবে।বিদায়ী সাংসদ আবু তাহের খানকেও প্রশ্ন করেন নওশাদ ২৫ কোটি টাকা উন্নয়ন তহবিলে পেয়েছেন সেই টাকা কোথায় কোথায় খরচ করেছেন সেটা দেখান।সাংসদ ও বিধায়কের উন্নয়ন তহবিলের টাকা থেকেও কাটমানি পাওয়া যায় সেটা জানাছিল না বিধায়ক হওয়ার পর বুঝতে পেরেছি সেই টাকা আমি নিইনা ।তাই যদি ভোটের আগে কেও বিরিয়ানি বা নগদ টাকা কেও দিতে আসেন তাহলে সেই টাকা নিয়ে নেওয়ার কথা বলেন নওশাদ। লক্ষ্মীর ভান্ডার মা বোনদের এক হাজার টাকা দিয়ে দিলেই হবে না তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও কর্মসংস্থান দিতে হবে । বিধায়ক আহ্বান করেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী হাবিব সেখ কে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে পার্লামেন্টে পাঠাবেন।সন্দেশ খালিতে বামেদের হাত ধরে সন্ত্রাস শুরু করেছিল , পরে তৃণমূলের ছায়াতলে এসে শুদ্ধ করে নিয়েছে শাজাহান দের। মুসলিমদের সমস্যার কথা তুলে ধরলে বিজেপির দালাল বানিয়ে দিচ্ছে শাসক দল, তাও বলা বন্ধ থাকবে না মানুষের সমস্যার কথা।

‘ইন্ডিয়া’ জোটের বড় গদ্দার বলে অধীরকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

রঙ্গিলা খাতুন ● বড়ঞা

আপনজন: বহরমপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের প্রচারে মুর্শিবাদাবাদের বড়ঞায় এসে বিজেপি ও বাম কংগ্রেস জোট কে আক্রমন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মঙ্গলবার বড়ঞার সভা থেকে মমতা বলেন, “বাংলায় বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সিপিএম, কংগ্রেস। আমি দেশের কথা বলব না। ওখানে আমরা জোটে আছি। কিন্তু সিপিএম, কংগ্রেসকে বাংলায় ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে সমর্থন করা। আপনাদের এখানকার সাংসদ, যাকে আপনারা বলেন ঘরের ছেলে, ইন্ডিয়ার-র বড় গদ্দার উনি। সকালে বিজেপির পা ধরেন, বিকেলে সিপিএমের পা ধরেন, সন্ধ্যায় নিজের পা ধরেন। লোকসভায় উনি বিরোধী দলনেতা। নেতা তো মানুষের ছাতা। উনি ছাতা হয়ে কোন কাজ করেছেন? পরশু বিজেপির সভাপতি নড্ডা এলেন এখানে। ওনার নামও মুখে আনলেন না। আসলে বিজেপির সবচেয়ে বড় সমর্থক এখানকার সাংসদ। ভেবেও আমার লজ্জা হয়। এ বার দয়া করে আর ওকে ভোট দেবেন না। উনি সারাক্ষণ তৃণমূলের বিরোধিতা করে চলেন। মঙ্গলবার প্রথম দুই দফার ভোটের হার প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। ভোটের পর কমিশন সূত্রে যে হিসাব পাওয়া গিয়েছিল, মঙ্গলবার দেখা যায় তার চেয়ে বেশি ভোট বেড়েছে। আর তা নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আসলেই নানারকম মিথ্যা কথা শুরু হয়ে যায়। যেদিন প্রথম দফা ও দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হল, কমিশনের সূত্র ধরেই সব সংবাদমাধ্যমে লিখেছে কোথায় কত শতাংশ ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশনও সেটা জানিয়েছে। আমি গতকাল রাত্রে সাড়ে ৯টার সময় শুনতে পেলাম ৫.৭৫ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে দিয়েছে। যেখানে যেখানে বিজেপির ভোট কম পড়েছে সেসব জায়গায় বাড়িয়ে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন একটা নোটিশ জারি করেছে। আমি বলব নাগরিকদের সন্দেশ দূর করার জন্য ইভিএম মেশিন কারা তৈরি করেছে, মেশিনের চিপ কারা তৈরি করেছে, ভোটের হার বাড়ল কী করে, প্রথম দফায় কী ছিল, দ্বিতীয় দফায় কী ছিল, কত ভোটার ছিল? সেটা আমরা জানতে চাই। হঠাৎ করে বেড়ে গেল, ১৯ লক্ষ মেশিন মিসিং আছে অনেকদিন ধরে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি লোকের ভোট পাল্টে দিয়ে নিজেদের মেশিন ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

বাংলার উন্নয়ন করতে তৃণমূলের হাত শক্ত করতে বহরমপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানকে ভোট দেওয়ার আর্জি জানান মুর্শিবাদাবাদের বড়ঞায় থেকে মুখ্যমন্ত্রী।

মে দিবস উপলক্ষে সভা

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: রামপুরহাট শহর আইএসটিইউসির পক্ষ থেকে মে দিবস উপলক্ষ্যে এবং বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে একটা র‍্যালি বের করা হয় রামপুরহাট শহরে। র‍্যালিটি রামপুরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করে রামপুরহাটের প্রাণকেন্দ্র পাঁচমাথা মোড়ে এসে পথ সভার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। আইএসটিইউসি রামপুরহাট শহর সভাপতি আব্দুর রেকিব আমাদের জানান আজ বুধবার ১ মে ঐতিহাসিক “মে দিবস” বা শ্রমিক দিবস। এই দিনটি আমাদের কাছে একটি বিশেষ দিন। তাই এই দিনটিকে স্মরণ করতে পতাকা উত্তোলন ও শ্রমিক স্বার্থে রামপুরহাটের রাজপথে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা আইএসটিইউসি এর সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য, আব্দুর রাকিব, সৌমেন ভকতপ্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুই বাম প্রার্থীর মনোনয়ন জমা জেলাশাসকের দফতরে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুই লোকসভা কেন্দ্রের দুই বাম প্রার্থী একযোগে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতরে হাজির হয়ে জমা করলেন মনোনয়ন ।

এদিন সকালে সিপিএম এর বাঁকুড়া জেলা কার্যালয় থেকে দুই প্রার্থী বাম ও কংগ্রেস কর্মীদের যৌথ বিশাল মিছিল সহযোগে হাজির হন জেলা শাসকের দফতরে। নিজেদের জয়ের পরে ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী দুই প্রার্থীই। দুই বাম প্রার্থীরই দাবী ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে যে শক্তিক্ষয় হয়েছিল তা এই লোকসভা নির্বাচনে পুনরুদ্ধার করেছে বামেরা। তাই লড়াই অনেকটা সহজ। নিজেদের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী দুই বাম প্রার্থীই।

মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেকে ফিরে পেলেন বাবা পুলিশের সৌজন্যে

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী থানার অন্তর্গত রসখোয়া পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে বছর চব্বিশের মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক আব্দুল কাইয়ুমকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত বড়ইপুর পোস্ট অফিসের অধীন পাঠানটুলি শিমুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মীর মান্নান আলীর ছেলে আব্দুল কাইয়ুম। বুধবার রাতে তাকে করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া ২ নম্বর অঞ্চলের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ প্রথমে সন্দেহ করে এবং পরে রসাখোয়া পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। তারপর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সোমনাথ পাটোয়ারী তার ব্যাপারে খোঁজখবর নেন এবং তাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আব্দুল কাইয়ুম এর পিতা মীর মান্নান আলী জানান, প্রায় তিন বছর ধরেই আমার ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন। সে হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ায় চিন্তিত ছিলাম। শেষ পর্যন্ত পুলিশি তৎপরতায় চার দিন পর তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুশি মীর মান্নানের পরিবার।

নির্বাচনী প্রচারে এবার প্রিয়দর্শিনী হাকিমও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মিনাখাঁ

আপনজন:বৃহস্পতিবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হাজী শেখ নূরুল ইসলাম এর সমর্থনে মিনাখাঁ বিধানসভা এলাকার পিপলদহ এলাকার বাড়ি বাড়ি প্রচার কর্মসূচির পাশাপাশি মসজিদ -মন্দিরে গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সম্পাদিকা প্রিয়দর্শনী হাকিম বলেন বাংলার সব কেন্দ্রে প্রার্থী জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী বিজেপিদের বিনষ্ট করতে মা মাটি মানুষের দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে আগামী দিনে আরো পরিষেবা পাওয়ার জন্য মানুষের কাছে আর্জি রাখেন।। তিউপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসার টিচার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এ কে এম ফারহাদ, স্থানীয় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আইয়ুব গাজী, স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নিজাম আলি, আসরাফ প্রমুখ।

ভিড় ঠাসা জনসভায় কেন্দ্র রাজ্য উভয়কেই আক্রমণ সেলিমের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: জলঙ্গীর বাগমারায় বাম কংগ্রেসের নির্বাচনী জনসভায় কর্মী সমর্থকদের জনপ্লাবন। বুধবার বিকেলে জলঙ্গীর বাগমারা হাই স্কুল মাঠে সিপিআইএম প্রার্থী মহঃ সেলিমের সমর্থনে জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই জনসভায় রানীনগর, জলঙ্গী থেকে হাজার হাজার বাম কংগ্রেস কর্মী সমর্থক বাগমারা স্কুল মাঠে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল করে,বাজনার সঙ্গে নেচে নেচে জনসভায় যোগদান করে। এদিন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল গোটা জনসভা। পুরুষের পাশাপাশি সিপিআইএম ও কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরাও এই সভায় হাজির হয়েছিলেন। জনসভায় উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য নেত্রী মিনাক্ষী মুখার্জি,সিপিআইএম প্রার্থী মহঃ সেলিম, সিপিআইএম জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা,জলঙ্গী ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা,প্রাক্তন বাম বিধায়ক ইউনুস সরকার সহ অন্যান্য সিপিআইএম ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এদিন ডিওয়াইএফআই নেত্রী মিনাক্ষী মুখার্জি, রাজ্য সরকারের একাধিক দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল সরকারকে তুলোধুনো করেন। পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নে সিপিআইএম প্রার্থীর হয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি মহঃ সেলিমও এলাকার উন্নয়ন করার জন্য তাকে জেতানোর জন্য সকলের কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। আগামী এক সপ্তাহে দলীয় কর্মীদের নিজের নিজের এলাকায় মহঃ সেলিমের হয়ে গলা ফাটানোর জন্য অনুরোধ করেন।নাম করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে একাধিক ভাষায় আক্রমন করেন সেলিম। তিনি জমায়েতের বিষয়ে বলেন ডোমকল না জলঙ্গি না রানীনগর বেশি জমায়েত করলো সেটা বিষয় না কে বেশি ভোট লিড দিবে সেটাই পরীক্ষা হবে কর্মী সমর্থকদের। এদিনের সভায় বক্তব্য দিয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজপাখি প্রসঙ্গে মহ সেলিম বলেন মমতা ভয় পেয়েছে তিনি হলেন কবুতর পাখি তাই বাজপাখি দেখে ভয় করছে,যদিও এদিন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ইউসুফ পাঠনের সমর্থনে জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে তিনি বাম কংগ্রেসের জোট কে বিভিন্ন ভাষায় আক্রমন করেন ,কখনও ভোট কাটুয়া বলেন তো কখনও বিজেপি বি টিম বলে আক্রমন করেন তাই তাদের কে ভোট না দেওয়ায় কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বাগমারা স্কুল মাঠের জনসভা শেষে বিভিন্ন দল থেকে প্রায় শতাধিক বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকরা মহঃ সেলিমের হাত ধরে সিপিআইএমে যোগদান করে। দলের নতুন সদস্যেদের হাতে পতাকা তুলে দেন সিপিআইএম প্রার্থী মহঃ সেলিম।

১২ হাজার কোটি কেন্দ্র বাংলাকে দেয়নি: মমতা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার তেহট্টের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দু'বছরে প্রধানমন্ত্রী আপনার সরকার ১২ হাজার কোটি টাকা বাংলা কে দেয়নি। পত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে ওষুধপত্রের দাম বাড়িয়ে শুধু মানুষের দাম কুমিয়েছে এই হচ্ছে মোদি সরকারের গ্যারান্টি। অনেক হয়েছে আর না এবার দিল্লিতে বদল চাই ইন্ডিয়া জোট দেশ তৈরি করবে তোমরা যত বেশি সিট নিয়ে যাব তত বাংলার জোর থাকবে বলে জানাবে। ইস্কন করে দিয়েছি, কল্যাণী এম এসে ৩০০ একর জমি দিয়েছি। ২০২৫ সালের মধ্যে সমস্ত বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে যাবে। গলি গলি মে চোর হে বিজেপি চোর হে মঞ্চে থেকেই স্লোগান তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাধ্যমিক পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার ৭৫%টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার।কেন্দ্র সরকার বলছে জল আমার দিয়ছি সব মিথ্যা কথা। শুক্রবার তেহট্ট বিধানসভার শ্যামনগর ফুটবল খেলার মাঠে জনসভা করার কথা রয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। হাইভোল্টেজ এই কেন্দ্রে মহুয়া মৈত্র বনাম বিজেপি প্রার্থী রানিমা অমৃতা রায়ের লড়াই হতে চলেছে।তাঁর কথা যেন কেউ বিশ্বাস না করেন, কৃষ্ণনগরের মানুষের কাছে সেই আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। মহুয়া যে মুখের উপর কথা বলে দেয়,ভয় পায় না। মহুয়া বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে। ও সবাইকে বলে দিয়েছিল দেশে কী চলছে। তাতে কী রাগ! আসলে কেঁচো খুঁড়তে গেলে তো দিল্লির নেতাদের সাপ বেরিয়ে যাবে।

এবার অধীরের মুখে বিজেপির সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের বৈষ্ণবনগর বিধানসভার কুম্ভিরার জৈনপুর হাই স্কুল মাঠে জনসভায় বৃহস্পতিবার পড়ন্ত বেলায় ভাষণ দিয়ে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভার বিদায়ী বিরোধী দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তার সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় তেমনি বিজেপির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দীর্ঘক্ষন ভাষণে অধীর রঞ্জন চৌধুরী রাজ্যে জোট না হওয়া, এবং তিনি বাঁচতে কার্যত তিনি ইন্ডিয়া জোট থেকে বেরিয়ে এসেছেন আবার কখনো তিনি ইন্ডিয়াজটের প্রশংসা করছেন। দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরী জয়লাভ করবে আশা প্রকাশ করে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, আমরা দেশের মোদি বিরোধী শক্তিকে একজোট করে লড়াই য়ে চেষ্টা করেছে। নিতিশ কুমার থেকে শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম যারা ইন্ডিয়া জোটকে ভেঙে দিতে চাইছে এবং পক্ষান্তরে বিজেপির সুবিধা করতে চাইছে তাদেরকে পাল্টিবাজ বলে আখ্যায়িত করেন বিরোধীদল নেতা। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী সংসদ আবু হাসান খান চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুস সাত্তার, প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ ঘোষ, মুত্তাকিন আলম, আলবেরুনী, সিপিএম নেতা কৌশিক মিশ্র, জেলা পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

নবাবপুরে শ্রমিক দিবস

সেখ আবদুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: সি, পি, আই, (এম), নবাবপুর শাখাগুলির উদ্যোগে ১ মে দুধকল্মী পার্টি অফিসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস পালন করা হয়। লাল পতাকা উত্তোলন করেন শ্রদ্ধেয় সাদরেল হক মল্লিক। এরপর উপস্থিত সকলে শহীদ বেদীতে মালা দেন। দুজন বক্তা আজকের দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শেষে নীরবতা পালন করে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে মোট ২০ জন কমরেড উপস্থিত ছিলেন।

আপনজন: আইএসএফ শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী সাহরিয়ার মল্লিক মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সমর্থকদের নিয়ে। ছবি: শেখ আবদুল আজিম

মিথ্যা বলেন শাহ, নাম না করে কটাক্ষ মমতার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন:বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাক্তার শর্মিলা সরকারের সমর্থনে মেমারির গন্টারে জনসভা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন হাজার টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল। কেন্দ্রের মধু ও বিধু প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম না করে বলেন তারা শুধুই মিথ্যা কথা বলে চলেছেন। রাজ্য রেশন এর সমস্ত টাকায় খরচা করে কেন্দ্র ৩০ হাজার কোটি টাকা দেয়নি। মোদি বাবু বলছেন বাড়ি বাড়ি জল পৌছাচ্ছেন তারা। সেটা সর্ব মিথ্যা কথা ।জমি দিচ্ছে রাজ্য সরকার ,পাইপ লাগাচ্ছে রাজ্য সরকার তার সঙ্গে চল্লিশ শতাংশ টাকাও দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তারপরেও মোদী বাবু বলছেন যে বাড়ি বাড়ি তারা জল পৌছাচ্ছেন। ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে। ৫৯ লক্ষ লোককে তারা ১০০ দিনের কাজের টাকা পাইয়ে দিয়েছেন । ১০০ দিনের কাজে, বাড়ি তৈরিতে, রাস্তা নির্মাণে ,স্টিল ডেভেলপমেন্টে ,স্মল ইন্ডাস্ট্রিতে পশ্চিমবঙ্গ নাম্বার ওয়ান। মানুষ কি খাবে কি পড়বে তারা মোদি বাবু ঠিক করে দিচ্ছেন । উত্তর প্রদেশ , মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানেব মাছ মাংস ডিম খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আজ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা সুনামের সঙ্গে এবং র‍্যাঙ্ক করেছে তাদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যারা পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেননি তাদের অভিভাবকদেরকে অনুরোধ বকাবকি করবেন না তারা আগামী দিনে ভালো কিছু করবে। বর্ধমান পূর্বের লোকসভার প্রার্থী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার শর্মিলা সরকার এর থেকে ভালো প্রার্থী আর কেউ হতে পারে না । ভালো ঘরের মেয়ে সে আপনাদের জন্য কাজ করবে। কেন্দ্র সরকারের ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দিলেও রাজ্য সরকার কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করেছে ।সেখানে ৫০ দিন মিনিমাম কাজ পাবে। যারা ৬০ দিন কাজ করতে চাইবে তাদের সে ব্যবস্থাও করা হবে। শস্য বীমার টাকা আমরা দিচ্ছি, মিউটেশনের জন্য টাকা খরচা করতে হয় না।

প্রথম নজর

সৌদিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইস'রায়েল বিরোধী পোস্ট করলেই গ্রেফতার হচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ ইসরায়েল বিরোধী পোস্ট করলে তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ইসরায়েলবিরোধী কথা বলায় ইতোমধ্যে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ। বৃহস্পতিবার, (২ মে) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

ইসরায়েলবিরোধী মনোভাব প্রকাশের কারণে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন একটি কোম্পানির সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তার কোম্পানিটি সৌদির ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের একটি প্রজেক্টের সঙ্গে কাজ করে। নাম গোপন রাখার শর্তে একটি সূত্র জানিয়েছে, ওই কর্মকর্তা গাজায় চলমান হামাস ও ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখি করেছিলেন। আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমেরিকান মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর পণ্য বয়কটের আহ্বান জানানোয়। বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলিম দেশে ইসরায়েলি ও মার্কিন কোম্পানির পণ্য বয়কটের আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই বয়কটের জেরে অনেক কোম্পানি তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

ব্লুমবার্গকে সৌদি সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, আশঙ্কা করা হচ্ছে সৌদিতে ইরানপন্থি একটি প্রভাবের বিস্তার ঘটতে পারে। আর এই আশঙ্কা থেকে এসব ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তবে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইসরায়েল বিরোধী অবস্থানের কারণে ঠিক কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেটি স্পষ্ট করে জানায়নি ব্লুমবার্গ।

দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে সৌদির কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এরমধ্যেই জানা গেল ইসরায়েল বিরোধীদের ওপর গ্রেপ্তারের মতো কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মুসলিম দেশ সৌদি আরব।

হজ পালনে এবার লাগবে বিশেষ ডিজিটাল কার্ড

আপনজন ডেস্ক: বৈধ ও অবৈধ হজযাত্রীদের চিহ্নিত করতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি আরব। দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বৈধ হজযাত্রীদের চিহ্নিত করতে এবারের হজ মৌসুমে প্রত্যেককে আলাদা করে একটি ডিজিটাল কার্ড দেওয়া হবে। মূলত, অবৈধভাবে হজপালন নিরুৎসাহিত করতেই দেশটির এই উদ্যোগ। খবর গালফ নিউজের।

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদেশি হজযাত্রীদের প্রথম দলটি সৌদি আরবে পৌঁছাবে দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে। ঠিক তার আগেই অবৈধ বিদেশি হজযাত্রীদের রুখতে নতুন উদ্যোগ নিল দেশটি। চলতি সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ায় বৈধ হজযাত্রীদের জন্য একটি করে ডিজিটাল নুসুক কার্ড দেওয়ার প্রকল্প শুরু করেন সৌদি আরবের হজ বিষয়ক মন্ত্রী তৌফিক আল-রাবিয়াহ। এই কার্ডগুলো ইন্দোনেশিয়া থেকে সৌদি আরব যাওয়া হজযাত্রীদের দেওয়া হবে। ডিজিটাল এই নুসুক কার্ডে সংশ্লিষ্ট হজযাত্রীর প্রয়োজনীয় সব তথ্য মজুত থাকবে এবং হজের জন্য পবিত্র কাবার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে চাইলে এই ডিজিটাল কার্ড অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে। এছাড়া হজের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালনেও বিভিন্ন জায়গায় এই ডিজিটাল কার্ড দেখাতে হবে। সংশ্লিষ্ট দেশের হজযাত্রীদের জন্য ভিসা ইস্যু করার পর এই কার্ডটি সংশ্লিষ্ট হজ অফিস বিদেশি হজযাত্রীদের কাছে হস্তান্তর করবেন। আর সৌদির স্থানীয় হজযাত্রীরা হজ পারমিট ইস্যু হওয়ার পর দেশটির সংশ্লিষ্ট সরকারি কার্যালয় থেকে এই কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন।

এর আগে গত মাসের শেষ দিকে হজযাত্রীদের প্রতারণা থেকে বাঁচাতে অননুমোদিত হজ অপারেটর ও ভুয়া অ্যাপের ব্যাপারে সতর্ক করে সৌদি আরব সরকার।

ইসরায়েলের কারাগারে থেকে উপন্যাস লিখে পুরস্কার জিতলেন ফিলিস্তিনি লেখক

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ২০ বছর ধরে দখলদার ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি আছেন ফিলিস্তিনি লেখক বাসিম খান্দাকজি। সেই কারাবন্দি লেখক জিতেছেন আরবি ফিকশনের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার। তার লেখা 'আ মাস্ক, দ্য কালার অভ দ্য স্কাই' উপন্যাসটি জিতে নিয়েছে ২০২৪ সালের ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ফর অ্যারাবিক ফিকশন অ্যাওয়ার্ড। সংবাদমধ্যিম দ্য নিউ আরবের খবরে বলা হয়েছে, গত রোববার (২৮ এপ্রিল) আবুধাবিতে ২০২৪ সালের ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ফর অ্যারাবিক ফিকশন পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়। সেখানে বিজয়ী হয়েছেন কারাবন্দি বাসিম খান্দাকজি।

বাসিমের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেছে তার বইয়ের লেবাননভিত্তিক প্রকাশনী দার আল-আদাব। 'আ মাস্ক, দ্য কালার অব দ্য স্কাই' উপন্যাসটি ২০২৩ সালে প্রকাশ হয়।

আ মাস্ক উপন্যাসে বাসেম খান্দাকজি পশ্চিম তীরের রামাল্লায় অবস্থিত একটি ফিলিস্তিনি শরণার্থীশিবিরে বসবাসকারী প্রত্নতাত্ত্বিক নূরের গল্প বলেছেন। এই গল্পের নায়ক নূর একদিন পুরোনো একটি কোটের পকেটে নীল রঙা পরিচয়পত্র পেয়ে যান এবং নিজের পরিচয়ের আড়ালে আরও একটি পরিচয় তিনি ধারণ করেন। মূলত তিনি একটি 'মুখোশ' ধারণ করেন তার দ্বিতীয় চরিত্রে।

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরের নাবলুসে ১৯৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন খান্দাকজি। তিনি ২০০৪ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি হন। তবে কারাগারে তিনি অলস বসে থাকেননি। তিনি আল-কুদস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন এবং 'ইসরায়েল স্টাডিজের' ওপর একটি থিসিসও করেছেন। এছাড়া কয়েকটি কবিতা সংকলন ও উপন্যাস প্রকাশ করেছেন।

প্রতিযোগিতায় জমা দেওয়া ১৩৩টি উপন্যাসের মধ্য থেকে বাসিমের 'আ মাস্ক, দ্য কালার অব দ্য স্কাই' উপন্যাসটি বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

বিচারক দলে দায়িত্ব পালন করা নাবিল সুলেইমান বলেন, উপন্যাসটি 'পরিবারের ভেঙে পড়া, উদ্বাস্তু হওয়া, গণহত্যা ও বর্ণবাদের জটিল, তিক্ত বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে।'

কারাবন্দি হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত বাসিম 'রিচুয়ালস অভ দ্য ফার্স্ট টাইম' ও 'দ্য ব্রেথ অভ আ নকচারনাল পোয়েম'সহ বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। ২১ বছর বয়সে জেলে বন্দি হওয়ার আগে বাসিম বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছিলেন।

ফিলিস্তিনকে তাদের জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে : খামেনি

আপনজন ডেস্ক: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেছেন, ফিলিস্তিনকে তাদের জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। ফিলিস্তিনি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর তারা সিদ্ধান্ত নেবে ইহুদিবাদীদের সঙ্গে তাদের করণীয় কী।

বুধবার (১ মে) শিক্ষক দিবসে ইরানের হাজার হাজার শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

খামেনি বলেন, কেউ কেউ মনে করে এই পদক্ষেপের মাধ্যমে (ফিলিস্তিনকে তাদের জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া) সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যদিও ইহুদিবাদী ইসরায়েল এবং পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হলেও সমস্যার সমাধান তো হবেই না, বরং সমস্যাটি ইসরায়েলি অপরাধের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রাখা সরকারগুলোর দিকেই পরিচালিত হবে।

ওই সমাবেশে তিনি যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশে ফিলিস্তিনি জাতির সমর্থনে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে বিশ্বজনমতে গাজা ইস্যুটি অগ্রাধিকার পাওয়ার প্রমাণ বলে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, বিষয়টি সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, গাজার জনগণকে হত্যা করার মতো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহুদিবাদীদের সহযোগী। তাদের আপাতদৃষ্টিতে সহানুভূতিশীল কিছু কথাও পুরোপুরি মিথ্যা। তাই ইসলামি প্রজাতন্ত্রের মার্কিন বিরোধী অবস্থান এবং আমেরিকার সরকারের প্রতি ইরানের আস্থা রাখতে না পারার কারণ প্রমাণিত হয়েছে।

খামেনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিনকে তাদের মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না, ততদিন পশ্চিম এশিয়ার সমস্যার সমাধান হবে না। ইসরাইলের অস্তিত্বকে আরও ২০-৩০ বছরও যদি এভাবে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়... যদিও সেটি সম্ভব হবে না ইনশাআল্লাহ। তারপরও এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

রাফাহতে ইসরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক পদক্ষেপ চায় জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার শেষ নিরাপদস্থল রাফাহ শহরে হামলার পরিকল্পনার কথা আগেই জানিয়েছে ইসরায়েল। এমনকি হামাসের সঙ্গে চুক্তি হোক বা না হোক, ইসরায়েল রাফাহতে হামলা চালাবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।

এমন অবস্থায় রাফাহতে হামলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। একইসঙ্গে রাফাহতে ইসরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার (৩০ এপ্রিল) রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে দেওয়া কঠোর সতর্কবার্তায় জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস মঙ্গলবার আরও বেসামরিক হতাহতের ঘটনা এবং বাস্তুচ্যুতি রোধে পদক্ষেপ নিতে 'ইসরায়েলের ওপর প্রভাব' রয়েছে এমন দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গুতেরেস এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'রাফাহতে সামরিক হামলা হলে তা পরিস্থিতি অসহনীয়ভাবে উত্তপ্ত করবে, আরও হাজার হাজার বেসামরিক লোক প্রাণ হারাবে এবং হাজার হাজার মানুষকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করবে।'

পরিস্থিতির গুরুত্বকে তুলে ধরে জাতিসংঘের প্রধান জোর দিয়ে বলেন, রাফাহতে সামরিক হামলা শুধুমাত্র 'গাজার ফিলিস্তিনিদের ওপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলবে' তা নয়, বরং পুরো অঞ্চল জুড়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।

জাতিসংঘের এই প্রধান গত বছরের ৭ অক্টোবরের পর গাজায় ক্রমবর্ধমান মানবিক পরিস্থিতির ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতি, সমস্ত বন্দিদের অবিলম্বে এবং নিঃশর্ত মুক্তি এবং মানবিক সহায়তায় ব্যাপক বৃদ্ধির' জন্য তিনি ধারাবাহিকভাবে আহ্বান জানালেও তা শোনা হয়নি।

আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, 'গাজার জনগণের স্বার্থে, ইসরায়েলি বন্দি এবং তাদের পরিবারের স্বার্থে এবং এই অঞ্চল ও বিস্তৃত বিশ্বের স্বার্থে আমি ইসরায়েলি সরকার এবং হামাস নেতৃত্বকে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য জোরালোভাবে উৎসাহিত করছি।'

গুতেরেস গাজা থেকে পাওয়া উদ্বেগজনক নানা প্রতিবেদন নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মূলত ইসরায়েলের ধ্বংসাত্মক অভিযানের পর গাজায় গণকবর আবিষ্কার হয়েছে এবং ভূখণ্ডটির হাসপাতালগুলোকে এখন কবরস্থানের সাথে তুলনা করা হচ্ছে।

গুতেরেস বলেছেন, 'আল শিফা মেডিকেল কমপ্লেক্স এবং নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সসহ গাজার বেশ কয়েকটি স্থানে গণকবর আবিষ্কৃত হওয়ার খবরে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।'

গণকবরের বিষয়ে স্বাধীন ও আন্তর্জাতিক তদন্তের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে গুতেরেস বলেন, 'ফরেনসিক দক্ষতাসহ স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্তকারীদের এই গণকবরগুলোর স্থানগুলোতে অবিলম্বে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া অপরিহার্য, যাতে সুনির্দিষ্ট কারণ উদঘাটন করা যায় যে ঠিক কোন অবস্থায় শত শত ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন এবং তাদের কবর দেওয়া হয়েছে।'

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলিস্তিনপন্থি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেসে (ইউসিএলএ) আন্দোলনরত ফিলিস্তিনপন্থি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসরায়েলপন্থি শিক্ষার্থীদের একাংশ এই হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মঙ্গলবার (৩০ এপ্রিল) স্থানীয় সময় গভীর রাতে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন বিভাগের ভাইস-চ্যান্সেলর (উপাচার্য) বলেন, 'ক্যাম্পাসে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের ওপর ভয়াবহ হামলা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত পুলিশ ডাকতে হয়েছে।'

প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় রোববার গভীর রাতে লাঠিসোটা, বেসবল ব্যাট হাতে সেই সব তাঁবুতে আক্রমণ করে শিক্ষার্থীদের বেধড়ক পেটায় হামলাকারীরা। হামলাকারীদের সবারই মুখে মুখোশ ছিল।

সামাজিক যোগাযোগামাধ্যমে হামলার বিভিন্ন ছবি-ভিডিও ফুটেজ পোস্ট করা হয়েছে। সেসব ছবি=ভিডিও ফুটেজে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের পেটানো, তাদের তাবু তছনছ করা এবং আতশবাজি ফাটানোর মতো ব্যাপার দেখা গেছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়রের কার্যালয় জানিয়েছে, শহরের পুলিশ বিভাগ সাহায্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে সাড়া দিচ্ছে। আমরা ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতির ফুটেজ দেখেছি। ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা, গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবিতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ-আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন ফিলিস্তিনপন্থি শিক্ষার্থীরা। অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্পাস চত্বরেই সারাক্ষণ অবস্থান করছেন তারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছে রাশিয়া: যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, ইউক্রেনের সেনাদের বিরুদ্ধে শ্বাসরোধ করা ক্লোরোপিক্রিন এবং যুদ্ধের পদ্ধতি হিসেবে সহিংসতা নিয়ন্ত্রণকারী পদার্থ ব্যবহার করেছে রাশিয়া, যা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার স্পষ্ট লঙ্ঘন।

এ জাতীয় রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার নতুন কিছু নয় এবং সম্ভবত রুশ বাহিনীর লক্ষ্য হচ্ছে ইউক্রেনের সেনাদের সুরক্ষিত স্থান থেকে সরিয়ে দেয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশলগত লাভ অর্জন করা। এ বিষয়ে মন্তব্য চাওয়া হলে ওয়াশিংটনে রাশিয়ার দূতাবাস তাৎক্ষণিক কোনো জবাব দেয়নি।

শ্বাসরোধকারী পদার্থ হিসেবে ক্লোরোপিক্রিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে দ্য হেইগ-ভিত্তিক সংগঠন অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রোহিবিশন অব কেমিক্যাল ওয়েপানস (ওপিসিডব্লিউ)। এই সংগঠনটি তৈরি করা হয়েছিল ১৯৯৩ সালের কেমিক্যাল ওয়েপান কনভেনশনের (সিডব্লিউসি) অনুযায়ী বিষয়টি বাস্তবায়ন ও নজরদারির লক্ষ্যে।

রাসায়নিক অস্ত্রের অন্যতম প্রথম ব্যবহারটি করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মান বাহিনী মিত্রবাহিনীর সেনাদের বিরুদ্ধে।

এর আগে, গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়- ইউক্রেনের সেনারা বলেছে রাশিয়া সহিংসতা নিয়ন্ত্রণকারী রাসায়নিক পদার্থের অবৈধ ব্যবহার বাড়িয়ে তুলেছে যখন তারা গত দুই বছরের ও বেশি সময় পরে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনী বলছে ক্লোরোপিক্রিন ছাড়াও রাশিয়ার সেনারা সিএস ও সিএন গ্যাস ভর্তি গ্রেনেড ও নিক্ষেপ করছে। তারা বলছে, বিষাক্ত জিনিসের সম্মুখিন হওয়ার জন্য ইউক্রেনের অন্তত ৫০০ জন সেনার চিকিৎসা করা হয়েছে এবং একজন কাঁদানে গ্যাসের বিষাক্ত পদার্থে দম বন্ধ হয়ে মারা যায়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৮ মি.

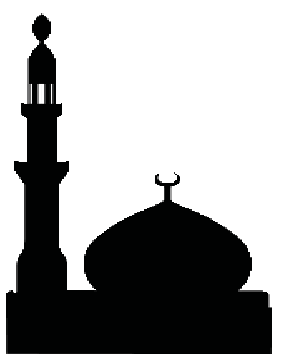

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩৬	৫.০২
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০৯	
এশা	৭.২৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৩	

হংকংয়ে টানা ১০ হাজার বজ্রাঘাত

আপনজন ডেস্ক: চীনের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হংকংয়ে রাতারাতি প্রায় ১০ হাজার বজ্রপাত আঘাত হেনেছে। দেশটির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র জানিয়েছে, মঙ্গলবার (৩০ এপ্রিল) রাত থেকে বুধবার (১ মে) সকাল পর্যন্ত এসব বজ্রপাত আঘাত হানে। এরমধ্যে কেবল সন্ধ্যা ৯টা থেকে শুরু করে এক ঘন্টায় পাঁচ হাজার ৯১৪টি বজ্রপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া, বুধবার সকাল ১০টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত ৯ হাজার ৪৩৭টি বজ্রপাত রেকর্ড করা হয়।

প্রথমবারের মতো আশ্রয়প্রার্থীকে রুয়ান্ডায় পাঠালো যুক্তরাজ্য

আপনজন ডেস্ক: একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্পের আওতায় প্রথমবারের মতো একজন আশ্রয়প্রার্থীকে রুয়ান্ডায় পাঠিয়েছে যুক্তরাজ্য। তবে এটি বহুল আলোচিত ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে আসা আশ্রয়প্রার্থীদের জোর করে রুয়ান্ডায় পাঠানোর পরিকল্পনার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্পের আওতায় রুয়ান্ডা যেতে রাজি হওয়া ওই আশ্রয়প্রার্থী নাম-পরিচয় জানা যায়নি। তবে তাকে তিন হাজার পাউন্ড বা প্রায় চার লাখ ১০ হাজার টাকা অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। গত বছরের শেষদিকে ওই আশ্রয়প্রার্থীর আশ্রয় চেয়ে করা আবেদন খারিজ করে দেয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। এরপর তাকে প্রস্তাব দেওয়া হলে রুয়ান্ডার রাজধানী কিগালিতে যেতে রাজি হন তিনি। ওই আশ্রয়প্রার্থী রুয়ান্ডার নাগরিক না হলেও তিনি আফ্রিকান বংশোদ্ভূত।

ফরাসি উপকূল থেকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আসা আশ্রয়প্রার্থীদের পূর্ব আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডায় পাঠাতে একটি 'বিতর্কিত' আইন তৈরি করেছে ব্রিটেন। সেটি পাস হওয়ার এক সপ্তাহ পর স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্পের আওতায় একজন আশ্রয়প্রার্থীকে রুয়ান্ডায় পাঠানো হল।

ব্রাজিলে ভারী বৃষ্টি-বন্যায় ১০ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলের দক্ষিণাঞ্চলে ভারী বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছে প্রায় ২৪ জন।

রিও গ্র্যান্ডে ডো সুল রাজ্যে বন্যার কারণে শতাধিক পৌরসভার প্রায় ৩ হাজার ৩শ জন বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে অনেককেই আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা ডা সিলভা এক ঘোষণায় জানিয়েছেন, বন্যাকবলিত স্থান পরিদর্শন করবেন তিনি। রাজ্যের গভর্নর এডুয়ার্ডো লেইট জানিয়েছেন, ওই রাজ্যে ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ বিপর্যয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

আগামী কয়েকদিনে আরো ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ভারী বৃষ্টির মধ্যেও নিখোঁজদের সন্ধানে কাজ করছেন উদ্ধারকর্মীরা।

ভারী বৃষ্টিতে বেশ কিছু ব্রিজ ভেঙে পড়েছে এবং রাস্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। রাজ্যের বেশ কিছু এলাকা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

সান্তা ক্রুজ ডো সুল শহরের বাসিন্দা আন্দ্রিয়ানা স্যালেট গ্যাস বলেন, আমরা সবকিছু হারিয়েছি, আমাদের খাবার, আমাদের বাড়িতে যা কিছু ছিল সবকিছু হারিয়েছি আমরা।

তিনি বলেন, আমাদের বাড়িটি দুই মিটার উঁচু তবে এটি এখনো বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে। এদিকে ভূমিধসের আশঙ্কায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলার জন্য লোকজনকে সতর্ক করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

সৌদি আরবে প্রবল বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল মসজিদের ছাদ

আপনজন ডেস্ক: মরুভূমির দেশ সৌদি আরবের দাহরানের কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবল বৃষ্টিতে একটি মসজিদের ছাদ ভেঙে পড়েছে। দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে গত দুইদিন ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বুধবার (১ মে) সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। তবে মসজিদের ছাদ ভেঙে কেউ আহত হননি। কারণ ওই সময় সেখানে কেউ ছিলেন না। জানা গেছে, মসজিদটির বাইরের অংশের ছাদটি ধসে পড়েছে। মসজিদ সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে মূল ভবনের বাইরে স্টিলের এই ছাদটি স্থাপন করা হয়েছিল। স্টিলের ছাদটির ওপর এতই পানি জমা হয়েছিল যে এটি আর ভার বহন করতে পারেনি। এরপর একটি পর্যায়ে এটি ভেতরের দিকে ধসে পড়ে। তখন মসজিদের ভেতর বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে এবং মসজিদে যেসব কার্পেট ছিল সেগুলো পানিতে ভিজে যায়। বৃষ্টিপাতের কারণে দেশটিতে সাধারণ মানুষকে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বশরীরে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সরাসরি ক্যাম্পাসে আসার বদলে অনলাইনে পাঠদান কর্মসূচি চলছে। সৌদির মতো মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতেও প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বৃষ্টির কারণে আমিরাতের দুবাই বিমানবন্দরে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ১৩টি ফ্লাইট বাতিল করে দেওয়া হয়।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১১৯ সংখ্যা, ২০ বৈশাখ ১৪৩১, ২৩ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

শ্রমজীবীর প্রতি শুভেচ্ছা

বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন ও সংগ্রামের স্বীকৃতির দিন মহান মে দিবস। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রম অধিকার আদায়ের এই দিনটি বত্সরের পর বত্সর ধরিয়া যথাযথ মর্যাদায় পালিত হইয়া আসিতেছে। শ্রমিকদের আত্মত্যাগ, সংগ্রাম ও দাবির প্রতি সম্মান জানাইয়া মে দিবস বা পহেলা মে ছুটির দিন হিসাবে পালন করে বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশ। এই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য শ্রমিকদেরকে তাহাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, যেন তাহারা মে দিবসের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে জানিতে পারেন এবং নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। ১৮৮৬ হইতে ২০২৪ সাল। শ্রমের মর্যাদা ও ন্যায্য মজুরির পাশাপাশি যুক্তিসংগত কর্মসময় নির্ধারণের আন্দোলনের ১৩৯ বত্সরে শ্রমিকদের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে বহু পরিবর্তন হইয়াছে আমাদের সমাজ ও সভ্যতার। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজিতে হয়—মানবসভ্যতার এত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হইলেও শ্রমিকের অধিকার কি যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? দূর হইয়াছে তাহাদের বঞ্চনা?

অবশ্য শ্রমিকদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হইলেও যতটুকু অধিকার অর্জিত হইয়াছে, তাহা মে দিবসের পথ ধরিয়াই আসিয়াছে। বিশ্বব্যাপী ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করিয়া যাইতেছে। উন্নত দেশে এখন শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি কাজের পরিবেশও হইয়াছে উন্নত। তবে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশা এখনো কাটে নাই। ভারতও ইহার ব্যতিক্রম নহে। এই দেশে মুনাফা ও মজুরির যে বিরোধ—সেই বিরোধে শ্রমিক সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও দুর্বল ও শোষিত। যাহার ফলে খাদ্যপণ্য ও ব্যাবহারিক পণ্য উত্পাদনে রেকর্ড করিলেও তাহা সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে থাকিয়া যাইতেছে। তাহাদের আয়ের বড় একটি অংশ খাদ্য, বাড়িভাড়া, পোশাক, চিকিত্সায় ব্যয় হইয়া যাওয়ার ফলে সঞ্চয় যেমন থাকিতেছে না, তেমনি দক্ষতা অর্জনের জন্য বাড়তি খরচ করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। ইহার কারণে আমাদের দেশের শ্রমিকরা ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করিতে না পারিয়া অদক্ষই রহিয়া যাইতেছে।

বর্তমানে ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্ শ্রমশক্তির আবাসস্থল, যেইখানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক টেক্সটাইল, কৃষিসহ বিভিন্ন রকমারি উত্পাদনে নিযুক্ত। ভারতের পোশাকশিল্প চীনের পর বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক শিল্প। পূর্বের তুলনায় আমাদের দেশের শ্রমবাজারে বেশ কিছু অগ্রগতি সাধিত হইলেও দীর্ঘদিনের কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং সাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ভারতে শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন ক্রমশ চ্যালেঞ্জিং হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের শ্রমিকদের অবস্থা এখনো মহান মে দিবসের আদর্শ হইতে যোজন যোজন দূরে। ভারতের শ্রমিকরা, বিশেষ করিয়া পোশাকশিল্পের সহিত যাহারা সম্পৃক্ত, তাহারা দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অপর্যাপ্ত মজুরি, অনিরাপদ কর্মপরিবেশ ও সীমিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। অনেকেই মাথায় ঝুঁকি লইয়া অনিরাপদ পরিস্থিতিতে কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। তাহা ছাড়াও শ্রমিক অধিকারকর্মী ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ক্ষুদ্র স্বার্থের রাজনীতি এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের হয়রানি ভারতে শ্রমিক শ্রেণির ক্ষমতায়নে ক্রমশই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে।

প্রত্যেক বত্সর মে দিবস আসে, আবার চলিয়া যায়। কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্যের পরিবর্তন তেমন একটা নজরে পড়ে না। মে দিবস শুধু একটি উত্সব হিসাবে পালন না করিয়া এই দিনে বাস্তবেই শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে দূরত্ব ঘুচাইয়া শ্রমিকের নায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করিতে হবইবে। শ্রমিকের যেমন উচিত নিষ্ঠার সঙ্গে পূর্ণ ঘণ্টা শ্রম দেওয়া, তেমনি মালিকপক্ষের উচিত নিয়মিত বেতন-ভাতা প্রদান করা। প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়িলে কার্যত উভয় পক্ষই লাভবান হইবেন। এই জন্য শ্রমিক ও মালিকবান্ধব আইন প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহাতে উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করিবার পাশাপাশি সমাজের অন্য সকল পেশার মতো শ্রমিকদেরও সমান মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণি হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিবার গুরুত্ব অনুপেক্ষণীয়। মহান মে দিবসে দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের প্রতি রহিল আমাদের অনাবিল শুভেচ্ছা।

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ইসরায়েলকে ‘দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র’ বলা হচ্ছে না কেন

গাজায় নতুন একটা দিন আসে আর নতুন একটা ট্র্যাজেডির জন্ম হয়। যে মুহূর্তে এই লেখা লিখছি, ঠিক তখন দক্ষিণ রাফা এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকর্মীরা চাপা পড়া লাশ উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক সেই সময় তার কয়েক মাইল দূরে খান ইউনিস এলাকায় নাসের হাসপাতালের মাঠে পুঁতে রাখা অসংখ্য লাশ তোলার কাজ চলছিল। ইতিমধ্যেই গাজায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ৩৪ হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং সেখানে ১১ লাখ মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। লিখেছেন **সোমদীপ সেন..**

গাজায় নতুন একটা দিন আসে আর নতুন একটা ট্র্যাজেডির জন্ম হয়। যে মুহূর্তে এই লেখা লিখছি, ঠিক তখন দক্ষিণ রাফা এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকর্মীরা চাপা পড়া লাশ উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

ঠিক সেই সময় তার কয়েক মাইল দূরে খান ইউনিস এলাকায় নাসের হাসপাতালের মাঠে পুঁতে রাখা অসংখ্য লাশ তোলার কাজ চলছিল।

ইতিমধ্যেই গাজায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ৩৪ হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং সেখানে ১১ লাখ মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

দামেস্কে ইসরায়েলি কনস্যুলেটে ইসরায়েলের হামলার প্রত্যাঘাত হিসেবে ইরান ইসরায়েলকে নিশানা করে ড্রোন ও রকেট হামলা চালানোর পর অনেকে আঞ্চলিক যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন। ফলে বাকি বিশ্বও যুদ্ধের কিনারায় চলে গেছে।

ইসরায়েল ইরানের দিকে হামলা করার পর ইরানের ইস্পাহান শহরের আকাশ থেকে ইরানি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কমপক্ষে তিনটি ইসরায়েলি ড্রোন ভূপাতিত করেছে।

এর মধ্যে ইসরায়েল তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অংশীদার ও রক্ষক হিসেবে পরিচিতি যুক্তরাষ্ট্রের বারণ উপেক্ষা করে রাফায় আশ্রয় নেওয়া লাখ লাখ ফিলিস্তিনির ওপর সেনা অভিযান চালানোর বিষয়ে অনড় অবস্থানে রয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও নেতারা ইতিমধ্যেই ইসরায়েলকে তার পশ্চিমা মিত্রদের জন্য ‘বোঝা’ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, ইসরায়েলের নেতারা তাঁদের ‘পথ হারিয়েছেন’।

এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কী ইসরায়েলকে ‘দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র’ হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার সময় এখনো আসেনি?

কোনো দেশের গায়ে ‘দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র’-এর তকমা সেঁটে দেওয়ার একটি জঘন্য ইতিহাস রয়েছে। যেসব দেশকে পশ্চিমারা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়া হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে, সেসব দেশকে ঘায়েল করতেই এই শব্দবন্ধকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

‘দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র’-এর এই তকমা সাঁটার সবচেয়ে ‘সুদিন’ ছিল ক্লিনটনের আমলে। এই সময় যখন যুক্তরাষ্ট্রের মনে হতো কোনো দেশ অপ্রত্যাশিত আচরণ করছে বা তাদের কথা শুনছে না বা আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণে গড়িমসি করছে, তখন তারা সেই দেশকে ‘দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র’ বলে উল্লেখ করত।

একটা পর্যায়ে ক্লিনটন প্রশাসন ‘দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র’ কথাটা বলা থেকে আস্তে আস্তে সরে আসতে থাকে এবং রাজনৈতিকভাবে তুলনামূলক যথার্থ শব্দবন্ধ হিসেবে ‘উদ্বেগের রাষ্ট্র’ কথাটা বলা শুরু করে। কিন্তু তারপর বুশ প্রশাসন ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের’ মাধ্যমে বিশ্বকে ‘ভালো ও মন্দ’ এই ভাগে ভাগ করে ফেলে এবং সে সময় তারা ‘শয়তানি চক্র’ বলে নতুন একটি শব্দবন্ধের ব্যবহার শুরু করে।

এখন পরিহাসের বিষয় হলো, যে ইসরায়েল এত দিন মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা স্বার্থের সৈকতভূমি হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে, সেই ইসরায়েলের মধ্যে এখন ‘দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের’ সব বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে।

প্রথমত, গাজায় লাগাতারভাবে গণহত্যা চালিয়ে ইসরায়েল সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন কানুন লঙ্ঘন করেছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, সশস্ত্র সংঘাতে রত থাকা রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীগুলোকে বেসামরিক নাগরিক, চিকিৎসা কর্মী এবং মানবিক সহায়তা কর্মীদের রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকতে হবে। পাশাপাশি যুদ্ধকবলিত সাধারণ মানুষের কাছে মানবিক সহায়তা পৌঁছানোয় কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি করা যাবে না।

> কোনো দেশের গায়ে ‘দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র’-এর তকমা সেঁটে দেওয়ার একটি জঘন্য ইতিহাস রয়েছে। যেসব দেশকে পশ্চিমারা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়া হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে, সেসব দেশকে ঘায়েল করতেই এই শব্দবন্ধকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
>
> ‘দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র’-এর এই তকমা সাঁটার সবচেয়ে ‘সুদিন’ ছিল ক্লিনটনের আমলে। এই সময় যখন যুক্তরাষ্ট্রের মনে হতো কোনো দেশ অপ্রত্যাশিত আচরণ করছে বা তাদের কথা শুনছে না বা আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণে গড়িমসি করছে, তখন তারা সেই দেশকে ‘দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র’ বলে উল্লেখ করত।

ইসরায়েলি বাহিনী সহায়তা কর্মীদেরও নিশানা করেছে। এপ্রিলের শুরুতে খাদ্য ত্রাণ সংস্থা ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেনের সাতজন কর্মী ইসরায়েলের নিশানা করা হামলায় নিহত হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ ও নিন্দার সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে গত ছয় মাসে দুই শর বেশি মানবিক সহায়তা কর্মীকে ইসরায়েলি বাহিনী হত্যা করেছে।

ইসরায়েল এসব নিয়ম কানুনের ধার ধারেনি। আমরা সবাই জানি, ৭ অক্টোবরের পর থেকে ইসরায়েলের হামলায় যত ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে তার বেশির ভাগই বেসামরিক লোক। এর মধ্যে শিশুই আছে ১৪ হাজারের বেশি।

গত জানুয়ারিতে অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে, গাজায় দৈনিক মৃত্যুর হার একুশ শতকের অন্যান্য যে কোনো বড় সংঘাতের মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি। যুদ্ধক্ষেত্রে ইসরায়েলের সামরিক কৌশলও অমার্জনীয়। তারা প্রথম থেকেই গাজায় চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোকে নিশানা করে হামলা চালিয়েছে।

পুরোটা সময় জুড়ে তারা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে নয় শরও বেশি হামলা চালিয়েছে এবং অন্তত সাত শ জন চিকিৎসাকর্মীকে হত্যা করেছে। বর্তমানে গাজার ৩৬টি হাসপাতালের মধ্যে মাত্র ১০টি আংশিকভাবে সচল আছে।

ইসরায়েলি বাহিনী একইভাবে সহায়তা কর্মীদেরও নিশানা করেছে। এপ্রিলের শুরুতে খাদ্য ত্রাণ সংস্থা ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেনের সাতজন কর্মী ইসরায়েলের নিশানা করা হামলায় নিহত হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ ও নিন্দার সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে গত ছয় মাসে দুই শর বেশি মানবিক সহায়তা কর্মীকে ইসরায়েলি বাহিনী হত্যা করেছে।

গাজায় দুর্ভিক্ষ আসন্ন—এমন সতর্কতা আসার পরও সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়ম ও আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে ইসরায়েল গাজার অভিমুখে যাওয়া ত্রাণ সহায়তার প্রবাহকেও সীমিত করেছে।

জেনেভা কনভেনশনের অতিরিক্ত প্রোটোকলের ৭৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে, যুদ্ধকবলিত অঞ্চলে সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু তা লঙ্ঘন করে ইসরায়েল গাজায় সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মীদের তাদের পরিবারের সদস্যদেরসহ পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে।

তবে এত কিছুর পরও ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্র ‘দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র’ বলে আখ্যায়িত করেনি। উল্টো জো বাইডেন প্রশাসন রাফায় ইসরায়েলের সেনাভিযানে সবুজ সংকেত দিয়েছে।

তবে অনেক ক্ষেত্রেই ইসরায়েল একা হয়ে পড়েছে। গত ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল, তাতে ১৫৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলসহ মাত্র ১০টি দেশ বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল। গত ২৫ মার্চ নিরাপত্তা পরিষদে দ্রুত অস্ত্রবিরতির যে প্রস্তাব উঠেছিল তাতে ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৪ সদস্য দেশই এর পক্ষে ভোট দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের এই নিরঙ্কুশ প্রশ্রয় ও মদদের কারণে ইসরায়েল সত্যিকারের দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে।

তবে কানাডা, নেদারল্যান্ডস, জাপান, স্পেন ও বেলজিয়ামের মতো দেশ ইসরায়েলের এই আচরণের কারণে তেল আবিবের কাছে অস্ত্র বিক্রি স্থগিত করেছে। এ থেকে বোঝা যায়, ইসরায়েলের দুর্বৃত্তায়নকে প্রভাবশালী দেশগুলো স্বীকার করতে শুরু করেছে।

মনে হচ্ছে, যে কারও পক্ষে আশা করা সম্ভব, খুব শিগগিরই ইসরায়েল তার মিত্রদের কাছে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অসহনীয় বোঝা হয়ে পড়বে এবং এটিই ফিলিস্তিনের মুক্তির পথ খুলে দেবে।

সোমদীপ সেন রসকিল্ড ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

ইকবাল জাসাত

বিক্ষোভ তীব্র হচ্ছে সবখানে, ইসরায়েল এখন কী করবে?

গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞ এখন সপ্তম মাসে এসে পড়েছে। ইসরায়েলের বসতি স্থাপনকারী ও উপনিবেশবাদী সরকার অবরুদ্ধ গাজার কয়েক লাখ মানুষের ওপর বিরতিহীনভাবে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে।

২০০ দিনের আগ্রাসনের পর গত (২৩ এপ্রিল পর্যন্ত) সরকারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এ সময়ে ৩০২৫টি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নির্মমভাবে প্রাণ হারিয়েছেন সাড়ে ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৭৮০টি শিশু রয়েছে।

সাত হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিখোঁজ রয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে তাদের কবর রচিত হয়েছে। মোট ৭৬ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। বেশির ভাগ বেসামরিক অবকাঠামো তারা ধ্বংস করে ফেলেছে।

এর মধ্যে গাজার ৭০ শতাংশ বাড়িঘর, ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৬টির মধ্যে ৩৩টি হাসপাতাল ধ্বংস হয়েছে। আর অধিকৃত পশ্চিম তীরে ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েল সেনাবাহিনী ও অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা হামলা চালিয়ে ৪৮৬ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছেন, আহত করেছেন ৪ হাজার ৭০০ জনের বেশিজনকে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর চরম শয়তানি কৌশল হচ্ছে ‘দুর্ভিক্ষ কৌশল’। নেতানিয়াহু ও তার যুদ্ধ মন্ত্রিসভার পরিকল্পনা হলো, না খাইয়ে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করা। গণহত্যা বিষয়ে পণ্ডিতেরা এ ঘটনাকে ‘হলোকাস্টের’ প্রত্যাবর্তন বলেছেন।

নেতানিয়াহুর বর্ণবাদী সরকারের অপরাধের ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয়। দুর্নীতিগ্রস্ত নেতানিয়াহু দ্য ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজিকে (ইউএনআরডব্লিউএ) খুব মিথ্যাভাবে ‘সন্ত্রাসীদের’ সহযোগিতা ও প্ররোচনার অভিযোগ তুলে গাজা, রাফা ও পশ্চিম তীরে তাদের মানবিক ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করে দেয়।

ইসরায়েলের এই মিথ্যা অভিযোগের পেছনে নির্লজ্জভাবে পশ্চিমা সরকারগুলোও ছুটতে শুরু করে। খাবারের অভাবে ফিলিস্তিনিরা যখন মরছেন, তখন তারা ৪৫০ মিলিয়ন ডলারের সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়।

ইসরায়েলের এই অভিযোগের ব্যাপারে অনুপুঙ্খ তদন্ত করা হয়েছে। তদন্তে নেতৃত্বে দেন ফ্রান্সের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাথরিন কলোননা। তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা এই তদন্তে অংশ নেয়। তারা তাদের তদন্তে এমন কোনো তথ্যপ্রমাণ পাননি, যাতে প্রমাণিত হয়, গাজায় ইউএনআরডব্লিউএর ১২ জন কর্মীর সঙ্গে হামাস অথবা ইসলামিক জিহাদের সংশ্লিষ্টতা আছে।

তদন্তের এই ফলাফল বের হওয়ার পর এখন কি কিছু দেশের সরকার ইউএনআরডব্লিউএর মাধ্যমে তাদের ত্রাণসহায়তা শুরু করবে? সেটি করা হলে নেতানিয়াহুর যুদ্ধ-লক্ষ্যে বড় ধাক্কা আসত। নাকি তারা এখনকার মতো ইসরায়েলের মিথ্যাচারের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেই যাবে?

দ্বিতীয়টা যদি ঘটে, তাহলে ফিলিস্তিনিদের এই বিশ্বাস আরও ন্যায্য হবে যে পশ্চিমা বিশ্ব ইসরায়েলি সরকারের মিথ্যাচারের কাছে জিম্মি হয়ে গেছে।

অতিসম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা নিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে। সেটি হলো, গাজায় হাসপাতালগুলোর ওপর হামলা এবং ফিলিস্তিনিদের স্বাস্থ্যসেবা নিতে বাধা দেওয়া। এই প্রতিবেদনের লেখক তালেং মফোকেং। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার একজন চিকিৎসক এবং জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা রাইট টু হেলথের বিশেষ প্রতিবেদক।

মফোকেং তাঁর প্রতিবেদনে জোর দিয়েছেন, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তথ্য সংগ্রহে তাঁদের কতটা কঠিন সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। যা হোক, তিনি তাঁর প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে বলেছেন, বিশ্ব গাজায় একটি ‘গণহত্যা’ দেখছে।

জেনেভায় সংবাদ সম্মেলনে মফোকেং বলেন, নির্বিচার বোমা হামলা করে ইসরায়েল শুধু ফিলিস্তিনিদের অপূরণীয় ক্ষতি করেনি; ইসরায়েল ও দেশটির মিত্ররা জ্ঞানত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফিলিস্তিনেদের দুর্ভিক্ষ, দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টি ও পানিশূন্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্বনেতাদের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘মানুষ মারা যাচ্ছে। আমি আবারও আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাই, আপনারা আপনাদের সব শক্তি ও কর্তৃত্ব ব্যবহার করে শান্তি আনুন এবং গাজায় গণহত্যা বন্ধ করুন।’

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গাজা যুদ্ধ ও ইসরায়েলি নৃশংসতা বন্ধের দাবিতে বড় আন্দোলন শুরু হয়েছে। অধ্যাপক সামি আল-আরিয়ান খুব নিখুঁতভাবে চলমান আন্দোলনের সারসংক্ষেপ করেছেন।

আল-আরিয়ান বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেটা ঘটছে, সেটি অভূতপূর্ব। আমি চার দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছি। এর মধ্যে ২৮ বছর পার হয়েছে বিভিন্ন একাডেমিক দায়িত্ব পালন করে। আমার সময়ে জায়নবাদবিরোধী কোনো ভাষ্য উপস্থাপন করা ছিল বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। কিন্তু বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেটি করতে শিক্ষার্থীরা যে সাহস, মানবিকতা, সৃষ্টিশীলতা ও সংকল্প দেখিয়ে চলেছেন, সেটি আমাকে গর্বিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ থেকে জায়নবাদী শক্ত মুঠো দুর্বল ও আলগা হয়ে যাচ্ছে।’

সর্বোপরি গাজায় সন্ত্রাস চালিয়ে যাওয়ার সব ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়ার পরও ইসরায়েল সেটিতে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ইসরায়েল তার ভয়ংকর গণহত্যা চাপা দিতে সংবাদমাধ্যমে যাতে ‘সন্ত্রাসবাদ থেকে নিজেকে সুরক্ষার অধিকার ইসরায়েলের রয়েছে’ এমন একটি সংকীর্ণ প্রেক্ষাপট থেকে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়, সে জন্য প্রচুর সম্পদ ঢালছে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ২০০ দিন ধরে ইসরায়েলি বোমা হামলা ও স্থল অভিযানের মুখে ফিলিস্তিন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের লড়াই, গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার ছবি, প্রত্যক্ষদর্শী, সাংবাদিকদের খবর, ছবি, ভিডিও এবং বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর দুর্দশার চিত্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিশ্বকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। আর সেই বিক্ষোভ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

মিডল ইস্ট মনিটর থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

ইকবাল জাসাত, দক্ষিণ আফ্রিকাভিত্তিক মিডিয়া রিভিউ নেটওয়ার্কের নির্বাহী

প্রথম নজর

দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে পুরুলিয়ার সৌম্যপ্রিয়

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবার মেধা তালিকায় রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে পুরুলিয়া জেলা স্কুলের সৌম্যপ্রিয় গুরু । তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২ । দীর্ঘদিন ধরে পুরুলিয়াতে মেধা তালিকার ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের ক্ষরা চলছিল । এবার সৌম্যপ্রিয় গুরু দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে । ফলে গোটা পুরুলিয়া জেলা জুড়ে তাকে নিয়ে আনন্দিত । জেলার প্রত্যন্ত নিতুড়িয়া থানার বারুই পাড়া গ্রামের সুনীতি প্রিয় গুরুর ছেলে সৌম্যপ্রিয় পুরুলিয়া জেলা স্কুলেই পড়তো তার বাবা এই স্কুলেরই শিক্ষক । সৌম্যপ্রিয় আগামী দিনে ভালো চিকিৎসক হতে চায় । পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রিকেট খেলা ও গান শুনতেও ভালো লাগে বলে জানিয়েছে সে । পুরুলিয়ার ছেলে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় খুশি হয়েছেন গোটা পুরুলিয়া মানুষ ।

সুন্দরবনের অভাবী ছাত্রী সুমনার দারুণ সাফল্য

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● মথুরাপুর

আপনজন: সুন্দরবনের অভাবী মেধাবী ছাত্রী সুমনা ডাক্তার হতে চায়।এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নব্বই শতাংশ নাম্বার পেয়ে ডাক্তার হতে চায় সুন্দরবনের সুমনা হালদার।সুন্দরবনের মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুমনা হালদার ৬৪৭ নম্বর পেয়ে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল থেকে প্রথম হয়েছে।ছাত্রীটির বাড়ি কৃষ্ণচন্দ্রপুরেরই শীতলা রোডে। ছাত্রীটির বাবা সুভাষ হালদার বাতাসা কাটে।দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে।মা এক জন সাধারণ গৃহবধূ।তিন ভাই বোনের দ্বিতীয় সন্তান সুমনা।কোন প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই সে এই ফলাফল করেছে।আরো বেশি নাম্বার পাওয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর বাংলাতে ৯১, ইংরেজিতে ৮৫ অংকে ৮৭, ভৌত বিজ্ঞানে ৯৭, জীবন বিজ্ঞানে ৯৮, ইতিহাসে ৯০ ও ভূগোলে ৯৯।সে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইছে।তবে সে ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়।এদিন এই ফলাফলে খুশির হাওয়া ছাত্রীটির পরিবারে ও তাঁর কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলে।এব্যাপারে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি বলেন, বিদ্যালয়ের তরফে যথাসাধ্য তাঁর পাশে থাকার চেষ্টা করা হয়েছে।প্রধান অন্তরায় আর্থিক সমস্যা।কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালে ওর স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।অত্যন্ত পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান,শৃঙ্খলা পরায়ন এই ছাত্রীটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি আমরা। আমরা খুশি মেধাবী গরীব এই গরীব এই ছাত্রীটির সাফল্যে।

রেজাল্ট ভালো হবে না আশঙ্কায় আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: রেজাল্ট ভালো হবে না সেই আশঙ্কা করেই মাধ্যমিকে ফলাফল বেরোনোর কিছুক্ষণ আগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ওই পরীক্ষার্থীর নাম সায়ন ঘোষ। বাড়ি নদীয়ার চাপরা থানার দইয়ের বাজার এলাকায়। জানা যায় চাপরা থানার দইয়ের বাজার মহৎপুর এলাকার ছাত্র সায়ন ঘোষ। দইয়ের বাজার হাইস্কুলে পড়াশোনা করতে সে। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল সায়ন। জানা যায়, গতকাল সায়ন ঘোষের মা বাবা এক আত্মীয় শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় হাসপাতালে এসেছিল। তারা রাতে বাড়িতে ফিরে ছেলে সায়ন ঘোষকে জিজ্ঞাসা করে পরীক্ষার ফলাফল কেমন হতে পারে? অন্তত পরিবারের মুখ রাখতে পারবে কিনা। এই বলেই প্রতিদিনের মতো রাতের খাওয়া দাওয়া করে সায়নের মা-বাবা ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। অন্য একটি ঘরে সায়ন একাই থাকতো। প্রতিদিনের মতো সেও ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে। সায়ন ঘুম থেকে কিছুটা বেলা করেই প্রতিদিন ওঠে। সেই কারণে প্রথম দিকে পরিবারের কারো সন্দেহ হয়নি। পরে কিছুটা বেলা গড়াতে পরিবারের লোক ডাকাডাকি শুরু করে। তবে ভিতর থেকে কোন উত্তর তারা পাচ্ছিল না। এরপর জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে সায়ন ঘরের মধ্যেই ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। চিৎকার চেঁচামেচি করলে প্রতিবেশীরাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এরপর দরজা ভেঙে সায়নকে সেখান থেকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।।

সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর সায়ন ঘোষ কে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। খবর পেয়ে আত্মীয়রাও ছুটে আসে।

এ বিষয়ে সায়ন ঘোষের পিসির ছেলে জানান, গতকাল মামা আর মামি শুধুমাত্র তাকে ফলাফল কেমন হবে তাই জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বলেন সায়ন এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল তার ফলাফল ভালো নিয়ে আশঙ্কা ছিল। সেই কারণেই কেমন হবে ফলাফল সেই ভেবেই হয়তো এই আত্মঘাতীর ঘটনা ঘটিয়েছে সে। তবে ফলাফল বেরোনোর পর দেখা যায় সায়ন ঘোষ ৫০ শতাংশ নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে এই ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া পরিবার তথা প্রতিবেশীদের মধ্যে।

দারিদ্র্য ছাপিয়ে তাক লাগানো সাফল্য কুমারগঞ্জের সুদীপার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দারিদ্র্যতাকে ছাপিয়ে তাক লাগানো সাফল্য সুদীপা'র। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০২ নাম্বার পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের ৮ নং বটুন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দাশুল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী তথা মাদারগঞ্জ গ্রামের সুদীপা মুর্মু। চরম অসহায় এবং দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে সম্ভবত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আদিবাসী ছাত্রীদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

সুদীপা'র সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর ৬০২। অর্থাৎ গড়ে ৮৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবি এই আদিবাসী ছাত্রী জেলায় আদিবাসীদের মধ্যে সুদিপা মুর্মু প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আগামী দিনে চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছে রয়েছে হতদরিদ্র পরিবারের ছাত্রী সুদিপার। তবে এই ইচ্ছেপূরণ হবে কিনা সেই দুশ্চিন্তায় চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি জানান, আগামী দিনে তার ইচ্ছে রয়েছে চিকিৎসক হওয়ার । তবে এই হত দরিদ্র পরিবারের সংসারের মধ্যে সেই ইচ্ছে পূরণ হবে কিনা সে বিষয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে সুদীপা। তবে প্রশাসন পাশে থাকলে সে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাবে বলেই জানিয়েছে। মাটির বাড়ির মধ্যেই বসবাস বিশেষত বর্ষাকালে চরম কষ্টের মধ্যে রাত্রি এবং দিন যাপন করতে হয় বলেই তার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। সুদিপার মা দিপালী বাস্কে জানিয়েছেন, 'ছোটবেলা থেকেই মেয়ে পড়াশোনায় ভাল ছিল। তাকে পড়াশোনার কথা বলতে হতো না। নিজের ইচ্ছায় সে পড়াশোনা শুরু করে দিত সময়মতো। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাও ভালো লাগে তাকে। দিন আনা দিন খাওয়া এই পরিবারে বাড়ির কর্তা তথা সুদিপার বাবা সুধির মুর্মু জানিয়েছেন, 'আগামী দিনে মেয়ের স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা জানিনা। কারণ চিকিৎসক হতে গেলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। সেই জায়গায় কতটা মেয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পারব বুঝে উঠতে পারছি না।' তবে প্রশাসন সহযোগিতা করলে নিশ্চয়ই সুদীপা তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে বলেই মনে করছে না তার পরিবারের সদস্যরা।

এ বিষয়ে দাশুল উচ্চ বিদ্যালয়ের নিমাই সরকার জানিয়েছেন, ছোট থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিল সুদীপা মুর্মু। নিজের প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় আজ দাশুল উচ্চ বিদ্যালয় এর মধ্যে ৬০২ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই আদিবাসী ছাত্রী। তবে আগামী দিনেও এই ছাত্রীর প্রতি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নজর থাকবে বলে এমনটা জানিয়েছেন তিনি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি সন্তোষ হাঁসদা জানিয়েছেন যে খুবই আনন্দের বিষয়।

প্রথম দশে স্থান পূর্ব বর্ধমানের সাতজনের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের পারুলডাঙ্গা নসরতপুর হাই স্কুল এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চম ও দশম স্থান অর্জন করে জেলায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই স্কুলের অর্ঘ্যদীপ বসাক ৬৮৯ পেয়ে রাজ্যে পঞ্চম তম স্থান দখল করেছে, আর এক ছাত্র অর্ণব বিশ্বাস ৬৮৪ নাম্বার পেয়ে রাজ্যে দশম স্থান অর্জন করেছে। এই স্কুল থেকেই একেবারে দরিদ্র পরিবারের সন্তান খুবই সম্ভাবনাময় ছাত্র নুর আলম উদ্দিন আহমেদ ৬৮১ নাম্বার পেয়ে নসরতপুর হাই স্কুলের তৃতীয় স্থান দখল করেছে। দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান বাবা টিউশনি করে কোন রকম জীবিকা নির্বাহ করেন। ছেলে নুর আলম উদ্দিন আহমেদকে মা নুরজাহান আহমেদ জীবনের সমস্ত কিছু শখ আহ্লাদ আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে শুধু ছেলের পিছনে পড়ে থেকে ছেলেকে এক চূড়ান্ত সাফল্যের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। পারুলডাঙ্গা নসরতপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আজিজ মল্লিক বলেন আমাদের স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের আরো উন্নত রেজাল্ট করতে স্পেশাল কোচিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে । শুধু মাধ্যমিক পরীক্ষায় নয় তার স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক ও ভালো রেজাল্ট করবে। অন্যান্য মেধা পরীক্ষায় যেমন ক্লাস এইট এর পরীক্ষায় ভালো স্থান করে নিয়েছে । অর্ঘ্যদীপ বসাক, অর্নব বিশ্বাস, নূর আলম উদ্দিন আহমেদ স্কুল কে গর্বিত করেছে। পূর্ব বর্ধমানের বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাই স্কুল এর ছাত্রী ইন্দ্রানী চক্রবর্তী ৬৮৬ পেয়ে রাজ্যে অষ্টম স্থান দখল করেছে। বর্ধমান মিউনিসিপাল হাই স্কুলের ছাত্র দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য ৬৮৬ পেয়ে অষ্টম স্থান দখল করেছে। পূর্ব বর্ধমান থেকে দশম স্থানে আছে তিনজন ছাত্র-ছাত্রী। কাটোয়ার কাশীরাম দাস ইনস্টিটিউশন এর ছাত্র অনীশ কোনার ৬৮৪, সুলতানপুর তুলসীদাস বিদ্যামন্দির এর ছাত্র মৌর্যপাল ৬৮৪, বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী সম্পূর্ণ তা ৬৮৪ পেয়ে রাজ্যে দশম স্থান অর্জন করে বর্ধমান কে গর্বিত করেছে।

আল আমিন মিল্লি মিশনের উজ্জ্বল ফল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ২০২৪ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আল আমিন মিল্লি মিশনের বেশ ভাল হল। মোট পরীক্ষার্থী ৪৮ জন ইহাদের মধ্যে ৯৩% তিন জন ৯০% ৭ জন স্টার্ট মার্কস ২৫ জন। মিশনের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল গাফফার এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ আব্দুল ওহাব এই ফলাফলে গর্বিত হলেন। ছাত্রদেরকে আগামী দিনে আরও ভালো ফলাফল করার জন্য দোয়া করেন। সেই সঙ্গে সমস্ত শিক্ষকদেরকে এই ফলাফলের পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য সাধুবাদ জানান। বিশেষ করে জিডি স্টাডি সার্কেলের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সেখ নুরুল হক সাহেব খুশি হন (IAS)এবং এই মিশনের জন্য দোয়া করেন। প্রথম স্থান অধিকারী আজম তাসাদ্দুক মোহাম্মদ, ,দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মমতাজুল হাসান ,এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী ইন্তেজাম উল হক।

আল আমীন মিল্লি মিশনের সাধারণ সম্পাদক মাওলনা আবদুল ওয়াহাব ছাত্রদের সাধুবাদ জানান।

সাফল্য পেল লাব্বাইক মিশনের ছাত্ররাও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নেতড়া

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার থানার নেতড়ার লাব্বাইক মিশন এর চার পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে কয়েকটি বিষয়ের উপরে লেটার পেয়ে মিশনের মুখ উজ্জ্বল করে। মিশন সূত্রে জানা যায়, লাব্বাইক মিশনের চলতি বছরের চার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। সবাই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। প্রত্যেকে একাধিক বিষয়ের উপরে লেটার অর্জন করে। বিশেষত জীবন বিজ্ঞান ভূগোল ও ইতিহাসে লেটার হাসিল করে। মিশনের আবাসিক শিক্ষক শরিফুল ইসলাম হালদার জানান, তাদের এই রেজাল্ট আরো বেশি আশাবাদী ভবিষ্যতে আরো ভালো হোক এই দোয়া করি। লাব্বাইক মিশন সম্পাদক আজিজুল হক জানান, শিক্ষা পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে সাধারণ মানের অতি সাধারণ পরিবারের শিক্ষার্থীদের নিয়ে লাব্বাইক মিশনের শিক্ষা পরিষেবা। তাদের থেকে ফল পাওয়া গেছে মহান রবের উদ্দেশ্যে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপক সাহিল আহমেদ শেখ। প্রাপ্ত নাম্বার ৪৯৩।

ঈদগাহ কমিটির জলছত্র

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছে বাংলা।এই গরম থেকে কবে রেহাই মিলবে মানুষ এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছে।আর এই দাবদাহে পথচলতি মানুষকে একটু স্বস্তি দিতে দিকে দিকে বিভিন্ন সংগঠন সহ নানান সংস্থা জলছত্রের আয়োজন করছে।দেগঙ্গার চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মাটিকুমড়া পদ্মপুকুর ঈদগাহ কমিটির পক্ষ থেকে পথচলতি তৃষ্ণার্ত মানুষের জন্য এরমকই একটি জলছত্রের আয়োজন করা হয়। জীবনপুর পৃথিবা রোডের উপর পথচলতি মানুষজনকে ঠান্ডা পানীয়র গেলাস তুলে দেওয়া হয়।এই কর্মসূচি চলে সকাল নটা থেকে বিকাল তিনটে পর্যন্ত। এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কমিটির সম্পাদক আসগার আলি মন্ডল, সদস্য আমির হোসেন মোল্লা, হাবিবুর বিশ্বাস, মনিরুল ইসলাম,হাসান বিশ্বাস সহ আরও অনেকে।

মোবাইল ছাড়ার জন্য মাধ্যমিকে বড় সাফল্য রামকৃষ্ণ মিশনের!

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● নরেন্দ্রপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হলো এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। প্রথম দশে ৫৭ জন। আর দক্ষিন ২৪ পরগনায় প্রথম দশে ৮ জন।অন্য বারের মতন এবারও দক্ষিন ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন উল্লেখ যোগ্য স্থান অর্জন করেছে। বৃহস্পতিবার ফলাফল ঘোষণার পর থেকে অভিনন্দনের পালা শুরু হয়ে গেছে মিশনে। মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত রাখার কারনেই তাঁদের ছাত্রদের এতবড় সাফল্যে বলে মনে করছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেশানন্দ। মাধ্যমিকের ফলে এবার জয়জয়কার এই আবাসিক বিদ্যালয়ের।মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় প্রথম দশে এবার জায়গা করে নিয়েছে দক্ষিন ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ৬ ছাত্র। তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম স্থানে রয়েছে মিশনের ছাত্ররা। ৬৯১ পেয়ে মেধা তালিকার তৃতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে নৈরিত রঞ্জন পাল। ৬৮৮ পেয়ে অলিভ গায়েন ষষ্ঠ স্থান, ৬৮৭ পেয়ে আলেখ্য মাইতি সপ্তম স্থান দখল করেছে। ৬৮৫ পেয়ে এই আবাসিক স্কুলের দুই ছাত্র ঋতব্রত নাথ ও ঋত্বিক দত্ত নবম স্থানে রয়েছে। ৬৮৪ পেয়ে দশম স্থানে রয়েছে শুভ্রকান্তি জানা।এই আবাসিক বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতাই স্কুলের পরীক্ষার্থীদের সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেশানন্দ। তিনি এদিন বলেন,আমাদের স্কুলের ছাত্রদের মোবাইল ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। সেটাও সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে আমার মনে হয়। কারণ মোবাইলে ডুবে থাকলে ছোটদের একাগ্রতা নষ্ট হয়। আরও অনেক দিকে মন চলে যায়। তাই আমরা এই দিকটায় খুব খেয়াল রাখি। এছাড়া ও এই আবাসিক বিদ্যালয়ে সব কিছুই সময় মেনে করতে হয় ছাত্রদের। এই নিয়মানুবর্তিতাও ওদের সাফল্যের চাবিকাঠি।পাশাপাশি সোনারপুরের সারদা বিদ্যাপীঠের দুই পরীক্ষার্থীও এবার মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ৬৮৬ পেয়ে অষ্টম স্থানে রয়েছে সন্দীপন মান্না।আর ঈশান বিশ্বাস ৬৮৫ নম্বর পেয়ে নবম স্থানে রয়েছে।আর সফল এই পরীক্ষার্থীর এই সাফল্য খুশির হাওয়া তাদের পরিবারে।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় যমজ দুই ভাইয়েরই প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৭

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন:যমজ দুই ভাই, দু'জনকে ঠিক একইরকম দেখতে। শারীরিক মিল রয়েছে হুবহু।তবে শুধু শারীরিক ভাবেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে ও দেখা গেছে মিল। বৃহস্পতিবার ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হতেই দেখা যায় সেখানে ও রয়েছে নম্বরে মিল। মহ: মোক্তার নাবিল ও মহ: মোক্তার জাহীন যমজ দুই ভাই একইসঙ্গে বেড়ে ওঠা,পড়াশোনা খেলাধুলা এবং একই সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার আসনে বসে। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল আজ প্রকাশিত হতেই দেখা যায় যে বীরভূম জেলার রামপুরহাট ১ নং ব্লকের কাষ্ঠগড়া রামকৃষ্ণ নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয়ে মোট ১২২ জন ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল তারমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৮১ জন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে,কাষ্ঠগড়া রামকৃষ্ণ নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে যমজ দুই ভাই মহ: মোক্তার নাবিল ও মহ: মোক্তার জাহীন । তাদের দুজনেরই প্রাপ্ত নাম্বার ৬৭৭ মহ: মোক্তার নাবিল ও মহ: মোক্তার জাহীন তাদের পিতা একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মা গৃহবধূ। মহ: মোক্তার নাবিল ও মহ: মোক্তার জাহীনের ইচ্ছা আরো বেশি পড়াশোনার পাশাপাশি একজনের ডাক্তার ও অপরজনের ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইলামবাজারে মাধ্যমিকে তৃতীয় স্থান

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূমে ইলামবাজারে মাধ্যমিকে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রত্যন্ত গ্রামে সরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে রাজ্যে মহিলাদের মধ্যে প্রথম পুষ্পিতা বাসুরি। সার্বিকভাবে তৃতীয় হয়েছে ।তার প্রাপ্ত নাম্বার ৬৯১। ইলামবাজার থানার কামারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। ইংরাজি মাধ্যম নিউ ইন্ট্রিগেডেট গভর্মেন্ট স্কুলে পড়াশোনা করতো।মা পাশেই দারন্দা স্কুলের পার্শ শিক্ষিকা। বাবা বেকার ।মা-বাবার দুজনেরই শিক্ষা জগতের সাথে জড়িয়ে থাকা পুষ্পিতা বাঁশুড়ি সাফল্যের বড় চাবিকাঠি।

মালদার জয়জয়কার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: এবারও মাধ্যমিকে মালদার জয়জয়কার। রাজ্যে মাধ্যমিকে প্রথম দশ জনের তালিকায় জায়গা করে নিল মালদার তিন ছাত্র। শহরের একাধিক নামজাদা স্কুলকে পেছনে ফেলে দশজনের তালিকায় উঠে এলো গ্রাম অঞ্চলের এক স্কুল। তিনজনই মালদার কালিয়াচকের মৌজমপুর এইচএসএসবি হাই স্কুলের ছাত্র। তারমধ্যে ৬৮৮ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ হয়েছে সাহাবুদ্দিন আলী অন্যদিকে নবম স্থানে রয়েছে যৌথভাবে দুইজন মালদার। ৬৮৫ নম্বর পেয়ে যৌথভাবে রাজ্যে নবম হয়েছে বিশাল চন্দ্র মন্ডল এবং আমিনুল ইসলাম।

আপনজন: বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার আন্দুলিয়াতে হজযাত্রীদের দোয়ার মজলিস হয়।

ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত রায়দিঘিতে বিধায়ক

নকিব উদ্দিন গাজী ● রায়দীঘি

আপনজন: বুধবার রাতে ঝড়ের তান্ডবে ভেঙে পড়ল বাড়ি,মৃত্যু হয়েছে গবাদি পশুর। ঘটনায় চাঞ্চলের ছড়িয়ে পড়ে রায়দিঘি থানার মহব্বত নগর এলাকায়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গেলেন রায়দিঘীর বিধায়ক অলোক জলদাতা।

জানা যায়, বুধবার রাতে হালকা বৃষ্টির সাথে ঝড়ের তাণ্ডবে রায়দিঘি মহব্বতনগর এলাকায় একাধিক কাচা বাড়ি ও গোয়ালঘর ভেঙে পড়ে ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গবাদি পশুর। পাশাপাশি একাধিক গাছ ও ইলেকট্রিক পোস্ট ভেঙে পড়ে মাত্র কয়েক মিনিটের ঝড়ের তাণ্ডবে গোটা মহাব্বত নগর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় মানুষের জীবনযাত্রা।

ঘটনার পর বৃহস্পতিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জান রায়দিঘির বিধায়ক জলদাতা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলে সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। বিধায়ক অলক জলদাতা বলেন কয়েক মিনিটের ঝড়ের তাণ্ডবে পুর ুক বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে রায়দিঘির মোহাব্বত নগর একদিকে যেমন গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে অন্যদিকে গরীব মানুষের ঘর ভেঙে পড়েছে কেন্দ্র সরকার যদি আবাস যোজনার ঘরের টাকা না আটকে রাখতো এসব গরিব মানুষদের এতদিন মাটির ঘর থেকে পাকা ঘর হয়ে যেত। এত বিপত্তি হতো না। সামনে আরো ঝড় বৃষ্টি হবে কত গরীব মানুষদের ক্ষতি হবে কেন্দ্র সরকার এটাই চেয়েছিল। এই বিজেপি সরকার মানুষের ক্ষতি ছাড়া ভালো চায় না।

খেলেন লেভারকুসেনে, কোচিং করান জার্মান ফুটবলের পঞ্চম স্তরের ক্লাবকে

আপনজন ডেস্ক: এফসি বাসেল, বরুসিয়া ম'গ্লাডবাখ ও আর্সেনাল হয়ে এখন তিনি বায়ার লেভারকুসেনের খেলোয়াড়। বাসেলের হয়ে দুটি সুইস সুপার লিগ ও একটি সুইস কাপ শিরোপা জিতলেও ম'গ্লাবাখের হয়ে কিছুই জিততে পারেননি। এরপর আর্সেনালে সাত মৌসুম খেলে জিতেছেন দুটি করে এফএ কাপ ও কমিউনিটি শিল্ডের শিরোপা। প্রায় ভুলতে চলা লিগ শিরোপার স্বাদ গ্রানিত জাকা আবার পেলেন এ বছর। সেটা গত বছর নাম লেখানো বায়ার লেভারকুসেনের হয়ে।
কিন্তু ৩১ বছর বয়সী জাকা এখন আর শুধু খেলোয়াড় নন, একজন কোচও। জার্মান বুন্দেসলিগার শিরোপা জেতা সুইজারল্যান্ডের এই তারকা মিডফিল্ডার শিগগিরই হয়তো পেয়ে যাবেন উয়েফা এ কোচিং লাইসেন্স। লেভারকুসেনে খেলার পাশাপাশি তিনি কোচিং করান জার্মানিরই পঞ্চম স্তরের ফুটবলে খেলা দল এসসি ইউনিয়ন নেট্টেটালকে।
শুধু বুন্দেসলিগা জয়ই নয়, লেভারকুসেনের হয়ে জাকা জার্মান কাপ আর ইউরোপা লিগ জয়েরও পথে আছেন। জার্মান কাপের ফাইনালে উঠেছে তাঁর দল, ২৫ মে তাদের প্রতিপক্ষ এফসি কাইজারস্লটার্ন। ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে আজ লেভারকুসেনের প্রতিপক্ষ এএস রোমা।
লেভারকুসেনের কোচ জাবি আলোনসোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় জাকা আবার নেট্টেটালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জার্মানির পঞ্চম স্তরের ফুটবল ওবেরলিগার পয়েন্ট তালিকায় দশম স্থানে আছে কোচ জাকার দল নেট্টেটাল।
জাকার এই দলের খুব একটা চাহিদাও এই মুহূর্তে নেই। এ কারণেই একই সঙ্গে তিনি লেভারকুসেনের চাপ সামলে নেট্টেটালকেও কোচিং করাতে পারছেন। উয়েফা এ কোচিং লাইসেন্স পেয়ে জাকা ভবিষ্যতে শীর্ষস্তরের কোনো দলের কোচ হতে চান। এ ক্ষেত্রে তিনি যাঁর অধীনে খেলছেন, সেই আলোনসোও শিক্ষক হিসেবে অসাধারণ একজন। গত মৌসুমে দায়িত্ব নিয়ে লেভারকুসেনকে এ মৌসুমেই জিতিয়েছেন বুন্দেসলিগার শিরোপা।
সব মিলিয়ে ভবিষ্যতের দীক্ষাটা খেলতে খেলতেই ভালোভাবে পেয়ে যাচ্ছেন জাকা। অন্যদিকে জাকার নেতৃত্বগুণ নিয়ে উচ্ছ্বসিত আলোনসোও। এর আগে আর্সেনালে তাঁর সাবেক কোচ মিকেল আরতেতাও তাঁকে অনেকবারই প্রশংসায় ভাসিয়েছেন।

এমবাপ্পেকে রেখেই চলে গেল পিএসজির বাস

আপনজন ডেস্ক: সিগনাল ইদুনা পার্কে কাল রাতে পারফরম্যান্স তেমন ভালো ছিল না। গোল পাননি। একবার শুধু বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের পোস্ট কাঁপিয়েছেন। প্রথমার্ধে মাত্র ২৬ বার বল স্পর্শ করেছেন, পিএসজির শুরুর একাদশে নামা আউটফিল্ড খেলোয়াড়দের মধ্যে যা সবচেয়ে কম। দলও ডর্টমুন্ডের মাঠে ১-০ গোলে হারায় স্বাভাবিকভাবেই সময়টা ভালো যায়নি কিলিয়ান এমবাপ্পের। এর মধ্যে আবার অন্য এক ঝামেলায় পড়েছিলেন এমবাপ্পে। পিএসজির দলীয় বাস তাঁকে রেখেই চলে গিয়েছিল ডর্টমুন্ড বিমানবন্দরে।
চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে পিএসজির হারের পর এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যম 'লা পারিসিয়ান।' সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, সিগনাল ইদুনা পার্কে ড্রাগ টেস্টে অংশ নেওয়ায় সতীর্থদের সঙ্গে দলীয় বাসে বিমানবন্দরে যেতে পারেননি এমবাপ্পে। পরে একটি প্রাইভেট কারে বিমানবন্দরে যোগ দেন সতীর্থদের সঙ্গে।
'লা পারিসিয়ান' জানিয়েছে, এমবাপ্পেকে রেখে পিএসজির দলীয় বাসের বিমানবন্দরে চলে যাওয়া অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। কোনো খেলোয়াড়ের দেরি হলে দীর্ঘক্ষণের অপেক্ষা এড়াতে প্রায় সব দলই এটা করে।
ফিরতি লেগে আগামী মঙ্গলবার নিজেদের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে ডর্টমুন্ডের মুখোমুখি হবে পিএসজি। জার্মানি ছেড়ে যাওয়ার আগে ডর্টমুন্ডকে ব্যাপারটা মনেও করিয়ে দিয়েছেন এমবাপ্পে।
নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের স্টোরিতে একটি দলীয় ছবি পোস্ট করেছেন পিএসজি ফরোয়ার্ড। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'হাফ টাইম। এখন সামনে প্যারিস।' এমবাপ্পে হাফ টাইম হিসেবে সম্ভবত প্রথম লেগকে বুঝিয়েছেন। এখনো ফিরতি লেগের ৯০ মিনিট বাকি। আর সে ম্যাচটি হবে পিএসজির মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে। ব্যাপারটা ডর্টমুন্ডের জন্য একধরনের সতর্কবার্তাও।
ফুটবলের পরিসংখ্যানবিষয়ক এক্স অ্যাকাউন্ট 'মিস্টারচিপ' জানিয়েছে, পিএসজি ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষের মাঠে প্রথম লেগ এক গোলের ব্যবধানে হারের পর এমন ৬ ম্যাচের ৪টিতেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯-২০ চ্যাম্পিয়নস লিগ এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। সেবার শেষ ষোলোয় প্রতিপক্ষের মাঠে প্রথম লেগ ২-১ গোলে হেরেছিল পিএসজি। কিন্তু পার্ক দে প্রিন্সেসে ফিরতি লেগ ২-০ গোলে জিতে ঠিকই কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে ফরাসি ক্লাবটি। ওহ, প্রতিপক্ষের নামটাই বলা হয়নি–বরুসিয়া ডর্টমুন্ড!

ইরফানের প্রশ্ন, পান্ডিয়া কীভাবে ভারতের বিশ্বকাপ দলে? প্রসাদ বললেন, বিকল্প কে

আপনজন ডেস্ক: ১০ ম্যাচে ১৯৭ রান, ৬ উইকেট–আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের জার্সিতে হার্দিক পান্ডিয়ার পারফরম্যান্স এটি। ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাবেন কি না, সংশয় থাকলেও শেষ পর্যন্ত সুখবরই পেয়েছেন পান্ডিয়া। শুধু বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দলেই জায়গা পাননি, সহ-অধিনায়কের দায়িত্বও পেয়েছেন।
ফর্মে না থাকা এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে লম্বা সময় অনুপস্থিত থাকা পান্ডিয়াকে এভাবে দলে রাখায় প্রশ্ন তুলেছেন সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার ইরফান পাঠান। তবে আরেক সাবেক ক্রিকেটার ও নির্বাচক কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান এমএসকে প্রসাদ পান্ডিয়ার দলভুক্তিতে সমস্যা দেখছেন না। বরং প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতীয় দলে পান্ডিয়ার বিকল্প কে?
৩০ বছর বয়সী পান্ডিয়া ভারতের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে, বিশ্বকাপে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পাওয়ার পর দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। আইপিএলের আগে ভারতের শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেটারদের রঞ্জি ট্রফিতে খেললেও পান্ডিয়া মাঠে ফেরেননি। ওই সময় রঞ্জি ট্রফিতে না খেলায় ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন শ্রেয়াস আইয়ার ও ঈশান কিষান, যাঁদের পরে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়। আইয়ার, কিষান ভারতের বিশ্বকাপ দলেও জায়গা পাননি।
ইরফানের কথা, ঘরোয়া ক্রিকেটে না খেলেও পান্ডিয়ার জাতীয় দলে থাকাটা ভুল বার্তা দেয়। স্টার স্পোর্টসে সাবেক পেসার বলেন, 'একজন খেলোয়াড় এসব শর্ত পূরণ ছাড়াই চোট থেকে ফিরে দলে জায়গা পেয়ে গেল। এমনটা হওয়া উচিত নয়। কারণ, এটা দলের বাকিদের ওপর ভুল বার্তা দেয়। যখন আপনি দেখবেন একজন খেলোয়াড় বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে, সেটা দলের পরিবেশে প্রভাব ফেলে। ক্রিকেট টেনিস নয়। এটা দলীয় খেলা। এখানে সমতা গুরুত্বপূর্ণ। সবাইকে সমভাবে দেখতে হয়। আপনি নতুন খেলোয়াড় হোন বা রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির মতো অভিজ্ঞ হন, ক্রিকেটে দলই সবার ওপরে।'
শুধু খেলোয়াড় হিসেবে দলে ডাকা নয়, পান্ডিয়াকে সহ-অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নিয়েও ভিন্ন পর্যবেক্ষণ পাঠানের। এ ক্ষেত্রে যশপ্রীত বুমরার কথা ভাবা যেতে পারত বলে মনে করেন তিনি, 'আমি বুঝতে পারছি নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পান্ডিয়াকে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে। তবে আমার মনে হয় বুমরার মতো কেউ একজনকে দায়িত্বটা দিলে মন্দ হতো না।'
বিসিসিআইর নির্বাচক কমিটির সাবেক প্রধান এমএসকে প্রসাদ অবশ্য পান্ডিয়াকে দলে নেওয়া এবং সহ-অধিনায়কত্ব দেওয়ার কোনো বিকল্প দেখছেন না। চলতি মৌসুমে মুম্বাইয়ে যোগ দিয়েই দলটির অধিনায়ক হয়েছেন পান্ডিয়া, এত দিন নেতৃত্বে থাকা রোহিত খেলছেন তাঁর নেতৃত্বে। এর প্রভাব পড়ছে পান্ডিয়ার পারফরম্যান্সে, রেভস্পোর্টজের সঙ্গে আলাপে এমনই ধারণার কথা জানান প্রসাদ, 'এটা ঠিক যে পান্ডিয়ার সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। কারণ, এরই মধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে। মুম্বাইয়ে নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে, যেটা ওর খেলায় প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু একবার যখন ভারতের জার্সি গায়ে তুলবে, আইপিএল পেছনে পড়ে যাবে।'
প্রসাদের মতে বর্তমান ভারতে পান্ডিয়াই সেরা ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার, আর রোহিতের অনুপস্থিতিতে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতাও তাঁর বড় শক্তি, 'আমার মনে হয় না হার্দিকের দলে থাকা এবং সহ-অধিনায়ক করা নিয়ে ভিন্ন কিছু ভাবার ছিল। সে রোহিতের অবর্তমানে অধিনায়কত্ব করেছে। সুতরাং, পরবর্তী নেতৃত্বের জন্য তাঁকে ভাবা হচ্ছে এটা স্পষ্ট। নির্বাচকেরা সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। আমাকে বলুন তো, এই দেশে এই মুহূর্তে হার্দিকের চেয়ে ভালো ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার আর কে আছে?'

ধোনির সমালোচনায় মোস্তাফিজকেও টানলেন আকাশ চোপড়া

আপনজন ডেস্ক: মহেন্দ্র সিং ধোনি কি এবারের আইপিএলে আউট হবেন না–গতকাল চেন্নাই সুপার কিংসের ম্যাচ শুরুর আগপর্যন্ত আইপিএল দর্শকদের মনে এই প্রশ্ন ছিল। আগের ৭ ইনিংসেই অপরাজিত থাকা ধোনি অবশেষে কাল আউট হয়েছেন। তবে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংসের কোনো বোলারের বলে নন। ৪৩ ছুঁই ছুঁই তারকা চেন্নাই ইনিংসের শেষ বলে ২ রান নিতে গিয়ে হয়েছেন রানআউট। এবারের আইপিএলে প্রথমবার আউট হওয়া ধোনি থেমেছেন ১১ বলে ১৪ রান করে। কিন্তু এর আগে ১ রান নিতে অনীহা দেখানোয় সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি।
ম্যাচ শেষেও হাসিমুখে মাঠ ছাড়তে পারেনি চেন্নাই। পাঞ্জাবের কাছে হেরে গেছে ৭ উইকেটে। ঘরের মাঠ এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৬২ রান করেছিল চেন্নাই। পাঞ্জাব লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেছে ১১ বল হাতে রেখে। এবারের আইপিএলে এটাই ছিল মোস্তাফিজুর রহমানের শেষ ম্যাচ। দল হারায় শেষটা রাঙানো হয়নি মোস্তাফিজের। তবে বল হাতে নিজের কাজটা ভালোভাবেই করেছেন বাংলাদেশি পেসার। ৪ ওভারে দিয়েছেন মাত্র ২২ রান। উইকেট না পেলেও নিজের তৃতীয় ওভারে নিয়েছেন মেডেন, যা এবারের আইপিএলে বিরল ঘটনাগুলোর একটি।
৯ ম্যাচে ১৪ উইকেট নেওয়া মোস্তাফিজকে চেন্নাইয়ের হয়ে একবারও ব্যাটিংয়ে নামতে হয়নি। তবু ব্যাটিং প্রসঙ্গে তাঁর নাম এসেছে ধোনির কারণে। কাল ১১ বল খেলে ৫ টিতেই কোনো রান নিতে পারেননি ধোনি। এর মধ্যে একটি বলে সিঙ্গেল নেওয়ার সুযোগ থাকলেও নেননি। সাধারণত অন্য প্রান্তে লোয়ার অর্ডার ব্যাটসম্যান বা টেলএন্ডারদের কেউ থাকলে স্বীকৃত ব্যাটসম্যান রান নিতে অনীহা প্রকাশ করেন। কিন্তু কাল ধোনির অপর প্রান্তের সঙ্গী ছিলেন ড্যারিল মিচেল।
নিউজিল্যান্ডের এই ব্যাটসম্যান ৩ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে রান করে যাচ্ছেন, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে আগের ম্যাচেও করেছেন ফিফটি।
এরপরও ধোনি ১ রান না নেওয়ায় টেলএন্ডারদের সঙ্গে ব্যাটিংয়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে মোস্তাফিজকে টেনে এনেছেন আকাশ চোপড়া। ভারতের সাবেক এই টেস্ট ওপেনার তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে ধোনিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'শেষ পর্যন্ত ধোনি সিঙ্গেল নিতে অপারগতা জানাল। এমনটা করতেই পারে। কিন্তু ড্যারিল মিচেল হলো ড্যারিল মিচেল। তুমি মোস্তাফিজুরের সঙ্গে ব্যাটিং করছ না যে সিঙ্গেল প্রত্যাখ্যান করবে। আমি কাউকে অসম্মান করে কথাগুলো বলছি না। সে একটি (ছক্কা) মেরেছে, তা দলের জন্য যথেষ্ট ছিল না।'
হায়দরাবাদের বিপক্ষে আগের ম্যাচে তিনে নেমে ৩২ বলে ৫২ রান করেছিলেন মিচেল। অথচ চেন্নাই কাল তাঁকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে ৮ নম্বরে। শেষ দিকে নেমে মাত্র ১ বল খেলার সুযোগ পেয়েছেন মিচেল, করেছেন ১ রান। মিচেলকে এত দেরিতে নামানোর ব্যাপারটি আকাশ চোপড়াও বুঝতে পারছেন না, 'ওরা ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় হিসেবে সামির রিজভিকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠাল অথচ ড্যারিল মিচেলকে তখন সুযোগ দিল না। চেন্নাই আসলে কী করতে চেয়েছিল, তা আমার বোধগম্য নয়। সে আগের ম্যাচেই হাফ সেঞ্চুরি করেছে। তাকে দিয়ে বোলিংও করানো হচ্ছে না। সত্যিই অদ্ভুত।'
১ রান না নেওয়ায় ইরফান পাঠানও ধোনির সমালোচনা করেছেন। আইপিএলের প্রধান সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার পাঠান বলেছেন, 'তার এটা করা উচিত হয়নি। ক্রিকেট একটা দলীয় খেলায়। দলীয় খেলায় এমনটা কোরো না। অপর প্রান্তে থাকা মানুষটি (মিচেল) একজন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়। সে যদি বোলার হতো, তাহলে বিষয়টি মেনে নিতাম।'

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সূচি জমা পাকিস্তানের

আপনজন ডেস্ক: আগামী বছর পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে যেতে ভারত যে নানা রকম টালবাহানা করবে, তা ভালো করেই জানত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এ কারণে তারা গত ডিসেম্বরেই আইসিসির সঙ্গে আয়োজন স্বত্বের চুক্তি সম্পন্ন করে রেখেছে। এই চুক্তির অর্থ যত কিছুই হোক, টুর্নামেন্ট আয়োজনের অধিকার পাকিস্তানের কাছেই থাকবে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এসবে পাত্তা না দিয়ে কদিন আগে ইঙ্গিত দেয়, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে তারা পাকিস্তানে দল পাঠাবে না।
বিসিসিআই এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দেওয়ায় পিসিবি তাদের পরবর্তী করণীয় ঠিক করেনি। তবে পাকিস্তানে কোহলি-রোহিতদের পাঠাতে বিসিসিআইকে নতুন প্রস্তাব দিয়েছে পিসিবি।
পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ ও ক্রিকেট পাকিস্তান জানিয়েছে, আইসিসির কাছে গত

সপ্তাহে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির খসড়া সূচি জমা দিয়েছে পিসিবি। ভেন্যু হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম আর রাওয়ালপিন্ডির পিন্ডি স্টেডিয়ামকে। ফাইনাল হওয়ার কথা লাহোরে। যেহেতু ভারত নিরাপত্তার কারণে পাকিস্তানে দল পাঠাতে চায় না, তাই তাদের ম্যাচ একটি শহরেই আয়োজন করা হবে। সেটা লাহোর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ভারতের সব ম্যাচ লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে আয়োজন করতে চায় পাকিস্তান ভারতের সব ম্যাচ লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে আয়োজন করতে চায় পাকিস্তানপিসিবি ক্রিকেট পাকিস্তান তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, অবকাঠামোগত এবং নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ কমানোর কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে ভারতের সব ম্যাচ একটি শহরেই আয়োজন করতে চায় পিসিবি। স্টেডিয়ামের কাছের হোটেলেই ভারতীয় দলকে কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থায় রাখা হবে। তা ছাড়া লাহোর আত্তারি-ওয়াগা সীমান্ত থেকে কাছাকাছি দূরত্বে হওয়ায় ভারতের সমর্থকদের জন্য ভ্রমণ বেশ সহজ হবে। বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে জিও নিউজও এক ভেন্যুতে ভারতের সব ম্যাচ আয়োজনে পিসিবির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। ভারতের একটি সূত্র জিও নিউজের সংবাদদাতাকে বলেছেন, 'পাকিস্তান সফরের ব্যাপারে যেকোনো সিদ্ধান্ত ভারত প্রস্তাবিত হিসেবে বিবেচনা করে যাবে।

মগরাহাটে ফুটবল টুর্নামেন্ট

ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের মগরাহাট মুসলিম এঙ্গলো ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউশনের মাঠে এক বিরাট নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় আজ তার শেষ দিন। আট দিনের ফাইনাল চূড়ান্ত খেলা মাঠে নেমে পড়েন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল গড়িয়া ওইকতান ও ডায়মন্ড হারবার আমরা সবাই। টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে খেলা সম্পূর্ণ হয়। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দর্শক কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল।
এই খেলার উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের দু দুবারের জয়ী সংসদ ও বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের পদপ্রার্থী প্রতিমা মন্ডল, উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পূর্বের বিধায়িকা নমিতা সাহা, সভাপতি রুনা ইয়াসমিন ও সহ-সভাপতি ও মগরাহাট স্পোর্টিং ক্লাবের

চেয়ারম্যান সেলিম লস্কর, মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমন বগি এছাড়াও ব্লকের নেতা-নেত্রী কর্মীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। ষোলো বছরে পা রাখলেন এই খেলা। প্রথম পুরস্কার দু লক্ষ টাকা ও ট্রফি এবং দ্বিতীয় পুরস্কার দেড় লক্ষ টাকা ও ট্রফি দেয়ার কথা ঘোষণা করেন মগরাহাট স্পোর্টিং ক্লাবের চেয়ারম্যান সেলিম লস্কর। ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক স্তরের রেফারি নাসির উদ্দিন ও দিল মোহাম্মদ খেলাগুলি পরিচালনা করেন। সাংসদ প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল এই দিন মানুষের কাছে করজোড়ে নিবেদন করে বলেন পূর্বের ন্যায় এবারও দুহাত ভরে আশীর্বাদ করতে। তিনি আবারো যাতে সংসদে গিয়ে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথা তুলে ধরতে পারেন।

এই সাঞ্চো এত দিন কোথায় ছিলেন

আপনজন ডেস্ক: বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে খেলেই বিশ্ব ফুটবলে নিজেকে চিনিয়েছিলেন জেডন সাঞ্চো। ভবিষ্যৎ তারকা হওয়ার সব সম্ভাবনাই যখন উঁকি দিচ্ছিল, তখনই সিদ্ধান্ত নেন ডর্টমুন্ড ছাড়ার। ২০২১ সালে ডর্টমুন্ড ছেড়ে যোগ দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে। তাতে স্বদেশি ক্লাবে খেলার ইচ্ছেটা পূরণ হয় সাঞ্চোর। তবে তারকাখ্যাতি পাওয়ার আগেই বড় ক্লাবে নাম লেখানো অনেকের ক্ষেত্রেই হীতে বিপরীত হয়। সাঞ্চোর ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। ইউনাইটেডে প্রায় ৩ বছর খেলেও মানিয়ে নিতে পারেননি। দলটির কোচ এরিক টেন হাগের কৌশলের সঙ্গে তো আরও নয়। একসময় টেন হাগের দলে ব্রাত্য হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় ডর্টমুন্ডই সাঞ্চোকে 'উদ্ধারে' এগিয়ে আসে। এবারের শীতকালীন দলবদলে জার্মান ক্লাবটি তাঁকে ইউনাইটেড থেকে ধারে নিয়ে আসে। পুরোনো ঠিকানায় ফেরার পর নিজেকে নতুন করে গড়তে শুরু করেন সাঞ্চো। ডর্টমুন্ড কোচ এডিন টেরজিচ প্রায় সব ম্যাচেই তাঁকে শুরুর একাদশে রেখেছেন। সাঞ্চোও কয়েক ম্যাচে দারুণ খেলেন। তবে কাল রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে পিএসজির বিপক্ষে সাঞ্চো যা করেছেন, সেটাকে আস্থার প্রতিদান দেওয়ার চেয়েও বেশি কিছু বলতে হয়। ফুটবলের পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'অপ্টা' জানিয়েছে, ঘরের মাঠ সিগনাল ইদুনা পার্কে কাল পিএসজির বিপক্ষে ডর্টমুন্ডের ১-০ গোলের জয়ে ১২ টি ড্রিবল করেছেন সাঞ্চো, যা চ্যাম্পিয়নস লিগের এক ম্যাচে ইংল্যান্ডের কোনো খেলোয়াড়ের সবচেয়ে বেশি ড্রিবলের রেকর্ড।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**